অন্তর্বর্তী সরকারের দাবিতে উত্তাল হল আলবেনিয়া

সারে-জমিন

সামশেরগঞ্জে ভাঙনের কবলে এবার লোহরপুর

রূপসী বাংলা

জম্মু-কাশ্মীরে মোদির নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিল জনগণ

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ সম্পত্তিগ হাতিয়ে ধ্বংস কেন্দ্রের উদ্দেশ্য: আব্বাস

গ্রাম-বাংলা

ইরানি ট্রফির নায়ক সরফরাজ নেই রঞ্জিতে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৯ অক্টোবর, ২০২৪
২৩ আশ্বিন ১৪৩১
৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 275 ■ Daily APONZONE ■ 9 October 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

দেশে প্রথম কেওয়াইসি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করলেন দিল্লির সলমান

আপনজন ডেস্ক: প্রকল্প পরিচালক এমডি সলমানের দিল্লি ভিত্তিক কেওয়াইসি সফটওয়্যার কোম্পানি ডকুমেন্ট-সম্পর্কিত অপরাধ মোকাবেলা এবং পরিচয় যাচাইকরণে একটি উদ্ভাবনী সমাধান চালু করেছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম কেওয়াইসি ডিজিটাল ট্রাস্ট প্ল্যাটফর্ম হিসাবে উঠে আসছে মুহাম্মদ সলমানের তৈরি কেওয়াইসি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। সলমানের তৈরি কেওয়াইসি এস হাইপারলিঙ্ক "https://kycsoftware.in/" এক ধরণের এবং উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্ম যা নথি-সম্পর্কিত অপরাধ মোকাবেলা এবং লেনদেন ও আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, দিল্লি ভিত্তিক কেওয়াইসি সফটওয়্যার একটি বৈপ্লবিক এবং প্রথম ডিজিটাল ট্রাস্ট প্ল্যাটফর্ম যা নথি-সম্পর্কিত অপরাধগুলি নিখুঁতভাবে মোকাবেলা করে এবং লেনদেন ও ব্যস্ততার ক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করে ও আস্থা বাড়ায়। এমডি সলমান এখন কেওয়াইসি যাচাইকরণ কেন্দ্রগুলির সাথে তাদের নিজস্ব ব্যবসা করতে ইচ্ছুক লোকদের জন্য আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কোনও সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প না থাকায়,

একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যা কঠিন কাজ হয়ে ওঠে তা হল সম্পত্তি ভাড়া নেওয়া বা কোনও আর্থিক লেনদেন করার আগে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো প্রয়োজনীয় নথিগুলি যাচাই করা। কেওয়াইসি সফটওয়্যার ভারত জুড়ে শহরগুলিতে কেওয়াইসি যাচাইকরণ কেন্দ্র প্রবর্তনের সাথে এই সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম। মাত্র ২০০ টাকায় এখন ব্যক্তিরা আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতো প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করতে পারবেন সেগুলো ভুয়ো কিনা। এছাড়া আদালতের রেকর্ড এবং শিক্ষাতথ্য যাচাইকরণ পরিষেবা দুর্নীতি রুখতেও সহায়তা করবে। সংস্থাটি ন্যূনতম বিনিয়োগের সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজি সুযোগ দিচ্ছে। ৫০-১০০ বর্গফুটের একটি ছোট জায়গা, একটি কম্পিউটার এবং একটি ওয়াইফাই সংযোগ প্রয়োজন। অনুমোদিত কেন্দ্র খুলতে খরচ হবে মাত্র ১০,২২০ টাকা।

বুথ ফেরত সমীক্ষাকে ব্যর্থ করে হরিয়ানা ফের গেরুয়ামুখী

জম্মু-কাশ্মীরে এনসি-কংগ্রেস জোট জয়ী, ওমরই হচ্ছেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: বুথ ফেরত সমীক্ষায় হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে জয়ী হিসেবে দেখানো হলেও বাস্তবে তার ভিন্ন চিত্র মিলল। বুধ ফেরত সমীক্ষার আভাসকে ভুল প্রতিপন্ন করে হরিয়ানায় শেষ হাসিটি হাসে বিজেপি। এর ফলে হরিয়ানায় পরপর তৃতীয়বার ক্ষমতাসীন থাকার রেকর্ড সৃষ্টি করল তারা। হরিয়ানায় সফল হলেও জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি ব্যর্থ। পাঁচ বছর ধরে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে ক্ষমতায় আসতে পারল না কেন্দ্রের শাসক দল। নরেন্দ্র মোদির 'কাশ্মীর নীতি' দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হল। সেখানে ক্ষমতায় আসতে চলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এসি), কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট। হরিয়ানা বিধানসভার ৯০টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই দখল করেছে ৪৮টি। কংগ্রেস থমকে গেছে ৩৭-এ। আইএনএলডি দুটি ও অন্যান্যরা তিনটি আসন পেয়েছে। মঙ্গলবার সকালে গণনার শুরুর দিকে কংগ্রেসের জয়ের আভাস মিলছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই সেই আভাস দূরে ঠেলে দিয়ে বিজেপি এগিয়ে যায়। সকালে কংগ্রেসের শিবিরের উল্লাসের ছবি দুপুরে ম্রিয়মান হয়ে যেতেই বিজেপি শিবির আনন্দে ফেটে পড়ে। যদিও কংগ্রেস বিজেপির সেই জয়কে মেশিনারির জয় বলে অভিহিত করেছে।

দলের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা এবং জয়রাম রমেশ এই ফলাফলকে "অগ্রহণযোগ্য" বলে অভিহিত করে দাবি করেছেন যে এগুলি জনগণের ইচ্ছার উপর সিস্টেমের জয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। হিসার, মহেন্দ্রগড় ও পানিপথ জেলা থেকে ইভিএম নিয়ে ক্রমাগত অভিযোগ আসছে। এই মেশিনগুলিতে ব্যাটারির ধারণ মাত্রা ৯৯ শতাংশ ছিল এবং এই অঞ্চলগুলিতে, ফলাফলগুলি কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিল। বিপরীতে, আমরা ৬০-৭০ শতাংশ ক্ষমতা ধারণপ্রাপ্ত ব্যাটারির মেশিনগুলিতে জিতেছি যেখানে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমরা এই সমস্ত অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে নিয়ে যাব। এটা গণতন্ত্রের বিজয় নয়, কারসাজির বিজয় এবং আমরা এটা মেনে নিতে পারি না। জয়রাম রমেশ খেরার মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ফলাফলগুলি বাস্তব বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না এবং কংগ্রেসের বিজয় চুরি করা হয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত এবং উল্টো। তারা হরিয়ানার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়, যারা স্পষ্টভাবে পরিবর্তন ও রূপান্তরের দাবি জানিয়েছিল। তিনি বলেন, হরিয়ানায় আজ আমরা যা দেখলাম তা গণতন্ত্রের ধ্বংস, সত্যিকারের নির্বাচনী জয় নয়। হরিয়ানার এই অধ্যায় এখনও শেষ হয়নি। এর আগে রমেশ নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি পাঠিয়ে ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্য সময়মতো আপডেট করা হয়নি। বিজেপির বিরুদ্ধে কমিশনের উপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, অন্তত তিনটি জেলায় ইভিএম বিভ্রাট নিয়ে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এই একীভূত অভিযোগগুলি শীঘ্রই নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে রমেশের দাবিকে ভিত্তিহীন ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে. জম্মু-কাশ্মীরের ৯০ আসনের মধ্যে এনসি-কংগ্রেস জোট পেয়েছে ৪৯টি। বিজেপি ২৯টি। পিডিপির আসন কমে হয়েছে ৩। আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টি পেয়েছে একটি আসন। আর অন্যান্যরা আটটি আসন। জম্মু ও কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসে জোটের এই সাফল্যের পর ফারুক আবদুল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিয়েছে। ওমর আবদুল্লাহই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওমর গান্দরবাল ও বদগাম দুই আসন থেকেই জিতেছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির আসন বাড়লেও তাদের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। জম্মু-কাশ্মীরের ভোটের ফল মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতি অসাড়ত্ব প্রমাণ করে দিল। সংবিধান প্রদত্ত ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করেছিল, পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি করেছিল, জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই অর্থে জম্মু-কাশ্মীরে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে গণভোট।

আর জি করে ৫০ সিনিয়র ডাক্তারের গণ ইস্তফায় চাঞ্চল্য

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ও দাবি আদায়ে জুনিয়র চিকিৎসকদের আমরণ অনশন চলছে। এই অনশনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে মঙ্গলবার আর জি কর হাসপাতালের সিনিয়র ৫০ চিকিৎসক গণ-ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এবং এক্স অফিসিও সেক্রেটারির প্রতি লেখা এক চিঠিতে এই গণ ইস্তফা দেওয়া হয় যেখানে প্রায় ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার সই করেন। তারা লাইনে দাঁড়িয়ে গণ ইস্তফা পত্রে সই করে তা জমা দেন। সেই ইস্তফা পত্রে অনশনরত তাদের আট জুনিয়র সহকর্মীর স্বাস্থ্যের অবস্থা 'ভীষণ দ্রুত অবনতির দিকে' বলে উল্লেখ করলেও ইস্তফার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, 'বর্তমান পরিস্থিতি'তে তদের পক্ষে 'অনুকূল হাসপাতাল পরিষেবা' দেওয়া কঠিন করে তুলেছে। বিশেষ করে জুনিয়র ডাক্তারদের চলমান কর্মবিরতি বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে।

জমা দেওয়া ইস্তফা পত্রে বলা হয়েছে, আমরা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা সর্বোত্তম হাসপাতাল পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি রোগীর যত্নের গুণগত মান সরবরাহ করা ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এরপরই চিঠিতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, আন্দোলনরত চিকিৎসক এবং যারা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেছেন, তাদের সঙ্গে অবিলম্বে সমঝোতায় আসুন।এক চিকিৎসকদের ভাষ্য, এভাবে রাজ্যের চিকিৎসাব্যবস্থা চলতে পারে না। চিকিৎসকদের প্রতি হুমকিও মেনে নিতে পারেন না। তাই তারা জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে গণ-ইস্তফা দিলেন। অন্যদিকে নবান্ন জানিয়েছে, ইস্তফা গ্রহণ করা হলে তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। ভবিষ্যতে সরকারি চাকরিও পাবেন না।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING

EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে

GNM

কোর্সে ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের বেতন মিলল না পুজোতেও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সমগ্র শিক্ষা মিশনের অন্তর্গত ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্পের শিক্ষকরা বিগত জুন মাস থেকে বেতন মিলছে না, এমনকি পুজার বোনাসও মিলছে না এই অভিযোগে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী, কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী, স্কুল শিক্ষা কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকদেরকে দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে এবং অবিলম্বে বকেয়া বেতন ও পুজার বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়। বর্তমানে রাজ্যের ১৬১১ টি সরকার ও সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ে (যেমন- ইনফরমেশন টেকনোলজি , কনস্ট্রাকশন, হেল্থ কেয়ার, প্লাম্বিং ইত্যাদি) পাঠদানের জন্য ৩২২২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন । প্রায়শই অনিয়মিত বেতন মেলে বলে অভিযোগ। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন "চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের প্রতি এই ব্যবস্থার বদল ঘটাতে সকলের রাস্তায় নামা উচিত"। ভুক্তভোগী শিক্ষক শুভদীপ ভৌমিক বলেন, এই বেতন সমস্যা বছরের প্রতিনিয়তই চলতে থাকে কিন্তু পুজোর আগে বেতন না দেওয়া এটা অমানবিক, ১১ বছরের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান চাই।

পুজোর সূচনায় সাংসদ ও বিধায়ক

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: হাসপাতাল পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও মেমারি বামুনপাড়া মোড় ও ক্লাব উদয়নের সার্বজনীন পুজো কমিটির পুজোর উদ্বোধন করেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার এবং মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। হাসপাতাল পাড়ার পুজোর উদ্বোধনে সাংসদ ও বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেমারি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা পুজো কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় সামন্ত, মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি আশীষ ঘোষ দস্তিদার, কলা নবগ্রাম চক্র প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মহঃ জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

অগ্নিগর্ভ কুলতলিতে জনতার বিক্ষোভের মুখে এসডিপিও

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আসিফা লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগরে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অগ্নিগর্ভ কুলতলি, ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। জয়নগরের স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার সকাল থেকে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়ে ওঠে কুলতলি জয়নগর সীমান্তবর্তী এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ গেলে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে গ্রাম বাসীরা। উল্লেখ্য,গত শুক্রবার জয়নগরের কৃপাখালি এলাকার এক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে সেই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটে। আর এই ঘটনার পর থেকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি জয়নগর ও কুলতলি এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েছে এলাকা বাসীরা। দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে একাধিক আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে। সোমবার রাতে মৃতদেহ কল্যানীর কেন্দ্রীয় হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের পর এলাকায় আসার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে পুনরায় বিক্ষোভে নামেন এলাকাবাসীরা। পুলিশকে ঘিরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস এদিন ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশ গাড়ি ও তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকা বাসীরা। এমনকি পুলিশ গাড়ি ও ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় এলাকা বাসীরা। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে এদিন সকাল থেকেই তেঁতে উঠেছিল গ্রাম। জায়গায় জায়গায় শুরু হয় অবরোধ। বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছতেই ঘিরে ফেলেন গ্রাম বাসীরা। পুলিশের গাড়িতে হামলা চালায় জনতা। ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। ছিনিয়ে নেওয়া হয় গাড়ির চাবি। দক্ষিণ বারাশতের দিক থেকে বারুইপুর এসডিপিও ঢুকতে গেলে তাঁর গাড়িতেও হামলা চালায় গ্রাম বাসীরা। গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পিছু হটতে হয় পুলিশকে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও বিশাল পুলিশ বাহিনী বারুইপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে এলাকায় পাঠানো হয় বলে জানা গিয়েছে।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে প্রতীকী অনশন জুনিয়র ডাক্তারদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: তিলোত্তমার বিচার সহ সারা রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনার বিচারের দাবীকে সামনে রেখে সারা রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির পাশাপাশি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রতীকী অনশন শুরু করলেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। আজ সকাল ৯ টা থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের মূল ভবনের সামনে থাকা অবস্থান মঞ্চেই অনশন শুরু করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। আজ পঞ্চমী। উৎসবের মাঝেই আজ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের এই অনশন মঞ্চে মোট ১৬ জন জুনিয়ার চিকিৎসক অনশন শুরু করেন। গতকাল রাজ্যের মুখ্য সচিব জুনিয়ার চিকিৎসকদের দাবী পূরণের আস্বাস দেওয়ার পরেও কেন এই অনশন? অনশনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকদের দাবী সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে দাবী পূরণের বারংবার আস্বাস সত্বেও দাবী পূরণের কোনো সম্ভাবনা দেখা না দেওয়াতেই অনশন আন্দোলনের পথেই যেতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষকরা ত্রাণ সামগ্রী আমাদের মধ্যে বিতরণ করায় আমরা খুব খুশি।

সামশেরগঞ্জে ভাঙনের কবলে পড়ল এবার লোহরপুর গ্রামও

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফের মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙ্গন। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভাঙ্গনের কবলে পড়লো সামশেরগঞ্জের লোহরপুর ও উত্তর চাচণ্ড গ্রাম। ভাঙ্গনের গর্ভে তলিয়ে গেল প্রায় নয়টি বাড়ি। গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক। হাহাকার আর কান্নার রোল। বাড়িঘরের সামগ্রী টানতে পারেননি এলাকাবাসী। তলিয়ে গেছে বাড়িঘর।

তিনটি তাল গাছ এবং ব্যাপক ফাঁকা অংশ। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোন রকম উপায় নেই সামশেরগঞ্জের অসহায় পরিবারগুলোর। এলাকায় রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার রাতের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনের পর সোমবার ও মঙ্গলবার সকালেও সেই গঙ্গা ভাঙন প্রক্রিয়া। অন্যদিকে ভিটেমাটি সবকিছুই গঙ্গা বক্ষে তলিয়ে যাওয়া ঠিকানাহীন পরিবার গুলির কান্নায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া এই ভাঙনে কমপক্ষে ১৩-১৪ টি বাড়ি গঙ্গা বক্ষে তলিয়ে গিয়েছে বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। চোখের সামনেই সারা জীবনের সঞ্চয়ে বহু কষ্টে তৈরী করা ঘরবাড়ি ও জমি-জায়গা তলিয়ে যেতে দেখার কষ্ট তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না। পরিবার পরিজন নিয়ে যাওয়ার পথ কোথায়। এইসব প্রশ্ন আর হতাশা জন্মেছে নদী পারের বাসিন্দাদের মনে।

গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালাতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের। বাড়িঘর ভাঙার পাশাপাশি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে অন্যত্র ছুটে যান সাধারণ মানুষ। যেকোনো মুহূর্তে নদী পাড়ে বাড়ি গুলো তলিয়ে যেতে পারেই বলে অনুমান স্থানীয় বাসিন্দাদের। এদিকে বারংবার গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়া মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র এবং লাগাতার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। লক্ষ্য করা যেতে পারে গঙ্গ ভাঙন সামশেরগঞ্জের সবচাইতে একটি বড় সমস্যা। কয়েক বছর ধরে বিঘার পর বিঘা কৃষি জমি তলিয়ে যাওয়ার পর কয়েক বছর ধরে সামশেরগঞ্জের একাধিক গ্রামে একের পর এক বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে, লাগাতার কয়েক বছর ধরে গঙ্গা ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে, গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, এভাবে একের পর এক গঙ্গা ভাঙন হয়ে গেলেও কবে মিলবে তার সুরাহা। কবে বন্ধ হবে গঙ্গা ভাঙ্গন। কবে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন এলাকাবাসী। বারংবার গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়া মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র এবং লাগাতার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বাস্তবায়িত হয়নি জল নিকাশি প্রকল্প, বাসিন্দাদের অভিযোগ শুনলেন বিডিও

সন্ন্যাসী কাউরী ● কোলাঘাট

আপনজন: কোলাঘাট ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ দেনান-দেহাটি জলনিকাশী প্রকল্প ৪৮ বছর পরও রূপায়িত না হওয়ায় ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার জল রূপনারায়ন নদী দিয়ে বার হতে পারছে না। ফলস্বরূপ প্রায় মাসাধিক কাল ধরে জলমগ্ন রয়েছে কোলাঘাটের প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশটি গ্রাম। এই অবস্থায় জলবন্দী এলাকায় তৈরী হওয়া গোবিন্দচকের বেআইনি মাছের ভেড়ি সংলগ্ন এলাকা আজ পরিদর্শনে আসেন কোলাঘাটের বিডিও অর্ঘ্য ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না, এবং সেচ দপ্তরের এসডিও। এছাড়াও পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সহ সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ- প্রধান ও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। পরিদর্শনের পর বি ডি ও গোবিন্দচক স্লুইশগেটের সামনে দুটি বেআইনী মাছের ভেড়ির মধ্য দিয়ে যে নাসা খালটি মাঠ পর্যন্ত গিয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধানকে সেই নাসা খালটি অবিলম্বে পরিষ্কার ও সংস্কারের নির্দেশ দেন। এছাড়াও জলমগ্ন এলাকার দূষিত জল দ্রুত বের করার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়,সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আগামী ১৪ অক্টোবর বিকেলে বিডিও অফিসে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে মিটিং করা হবে বলে জানিয়েছেন বিডিও অর্ঘ্য ঘোষ।

কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অভিযোগ করে বলেন,১৯৭৫ সালে সেচ দপ্তর উক্ত এলাকার নিকাশী সমস্যা সমাধানে দেনান-দেহাটি ড্রেনেজ স্কীম রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু প্রকল্প মঞ্জুরের ৪৮ বছর পরও প্রকল্পটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন না হওয়ায় চলতি বছরেও কোলাঘাট,পাঁশকুড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশের আমন ধানের চাষ নষ্ট হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল ফুল সহ নিচু এলাকার রাস্তাঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলনিকাশীর অভাবে বেশ কিছু পুকুরও ইতিমধ্যে ডুবে গিয়ে মাছ ভেসে গিয়েছে।

অথচ এলাকা থেকে মাত্র ছ-সাত কিলোমিটার দূরেই কোলাঘাটের রূপনারায়ণ নদী। কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণের এখনো জলবহন করার যে ক্ষমতা রয়েছে,তাতে এলাকা জলমগ্ন হওয়ার কথা নয়। শুধুমাত্র জলনিকাশীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায়, নিকাশী খালগুলি নিয়মিত পূর্ণ সংস্কার না হওয়ায় ও খালের ভেতরে যত্রতত্র অবৈধ কাঠামো এবং ডজলনিকাশী অবরুদ্ধ করে বেআইনী মাছের ভেড়ি গড়ে ওঠার কারণে এই বিপত্তি বলে নারায়ণবাবুর অভিযোগ।

চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুতে উত্তপ্ত ডোমকল হাসপাতাল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতি মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।প্রথম সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে ,সন্তান প্রসবের পর মৃত্যু হয় প্রসূতি মায়ের,সেই ঘটনার পরে পরিবারের সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে হাসপাতাল ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমকল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরিবার সূত্রে মৃত প্রসূতি মহিলার নাম জানা যায় সাবানা খাতুন (২০)।

বাড়ি বাবলা বোনা ইসলামপুর থানা এলাকায়। স্বামীর বাড়ি কুমনগর রানীনগর থানা। দুই বছর আগেই বিবাহ হয় তার পরে প্রথম সন্তান প্রসবের জন্য প্রথমে ইসলামপুর হাসপাতাল ভর্তি হলে সেখান থেকে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা।

গত তিন দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরে মঙ্গলবার সকালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেও সুস্থ থাকার পরেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কোনো চিকিৎসক না থাকার কারণে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় প্রসূতি মহিলার এমনি অভিযোগ করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। যদিও এই ঘটনায় হাসপাতাল সুপার কে ফোন করলে ফোন বন্ধ থাকার কারণে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনায় সঠিক বিচারের দাবি জানায় পাশাপাশি আটক হওয়া মৃতের বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি করেন মৃতের পরিবার।

ময়ূরেশ্বরের কুণ্ডলা গ্রামের জমিদারি পুজোয় মহাষ্টমীতে গান ফায়ার

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: বীরভূমের ময়ূরেশ্বরের কুণ্ডলা গ্রামের জমিদার বাড়ির পুজো প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো। এই পুজোর বিশেষ মাহাত্ম্য হলো মহাষ্টমীর সন্ধি পূজায় গান ফায়ার। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পূজা কমিটির দায়িত্বে থাকা গৌতম মুখার্জী জানান মহাষ্টমীর সন্ধি পূজার সময়ে পুরোনো দিনের রীতি মেনে প্রতি বছর আমরা এই গান ফায়ার করে থাকি, এটা আমাদের পূর্বপুষেরাও করে থাকতেন। সেই থেকে এখনো গান ফায়ার প্রচলন আছে। প্রতিবছর ১ রাউন্ড করে গুলি শুন্যে ফায়ার করে মহাষ্টমীর সন্ধি পুজোর সূচনা হয় বলে জানান গৌতম বাবু।

তিনি আরো জানান এই গান ফায়ার দেখতে এলাকা বাসি সহ দূরদুরন্ত থেকে অনেক মানুষের সমাগম ঘটে।এই কুন্ডলা গ্রামে জমিদারদের উত্তরসূরীরা কাজের জন্য বাইরে চলে গেলেও এখনো বেশ কিছু পরিবার বসবাস করেন এই কুণ্ডলা।

তবে তারা বাইরে চলে গেলেও পুজোর সময় তারা সকলে মিলিত হন এই গ্রামে। জমিদারদের পূর্বপুরুষেরা না থাকলেও রয়ে গেছে তাদের পুরনো ডালান বাড়ি। তবে বেশির ভাগ বাড়িই আজ ভগ্নপ্রায়। জমিদারদের পুরোনো দিনের সেই বাড়ি দেখতে অনেকেই আসেন এই কুণ্ডলা গ্রামে।

পাপুড়ি গ্রামে দুর্গাপুজোর কর্তা কাজলই

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ তার নিজগ্রাম নানুর থানার অন্তর্গত পাপুরি। এই পাপুড়ি গ্রামে বেশিরভাগ মানুষ বাস করেন মুসলিম সম্প্রদায়। এই গ্রামের কিছু মানুষের বাস হিন্দু ধর্মালম্বী মানুষজনের। এই দুর্গোৎসব দেখার জন্য গ্রামের মানুষরা অন্য গ্রামে যেতে হতো। কিন্তু বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ সেকথা মাথায় রেখে তাদের উদ্দেশ্যে যাহাতে গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে গিয়ে এই দুর্গোৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে না হয় তাই তিনি নিজে এই গ্রামে দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বছর দুর্গোৎসব ১৩ বছরে পা দিল। সেই থেকে প্রতিবছর কাজল শেখের উদ্যোগে এই দুর্গোৎসব পালিত হয়। খুব সুন্দর ভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে এই দুর্গোৎসবে চারদিন গ্রামের মানুষরা আনন্দে মেতে উঠেন। কারণ একদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদ রয়েছে ১০০ মিটারের মধ্যে যেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয়। মসজিদে আজানের সময় বা নামাজ পড়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য গান, বাজনা চলতে থাকলে তা বন্ধ রাখা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'পাশে আছি'র উদ্যোগে বস্ত্র উপহার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলী জেলার 'পাশে আছি' সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অন্তর্গত চেরাগ্রামে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার হয়ে গেলো আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুস্থ অসহায় মানুষদের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। উক্ত কর্মসূচিতে প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হলো নতুন পোশাক। সংগঠনের সম্পাদক সাহিল মল্লিক জানান, পাশে আছি সামাজিক সংগঠন সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন ভাবে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে। বছরে ২ বার রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, বিনামূল্যে ইসিজি পরিষেবা, বিনামূল্যে স্বাস্থ পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করে থাকে এছাড়াও প্রতিবছর ঈদ এবং দূর্গা পুজোয় শতাধিক পোশাক প্রদান, শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার প্রদান, দুস্থ দের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করে বছরজুরে। চেরাগ্রামে কিছু দুস্থ অসহায়দের হাতে এই উপহার তুলে দিতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন সংগঠনের সকল সদস্যরা।

দুর্গাপুজোয় পাঁচশো মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন ওসি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: দুর্গাপুজোয় এলাকায় দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্দ্যোগ নিলো গলসি থানা। থানার ওসি অরুন কুমার সোমের উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হল। দুর্গাপূজার আনন্দকে সর্বস্তরের মানুষের জন্য আনন্দময় করে তুলতেই তার এমন উদ্দ্যোগ বলে জানা গেছে। ওসির এমন কাজের প্রশংসা করেন পুলিশ সুপার সায়ন দাস।

জানতে পারা গেছে গলসি থানায় দায়িত্ব পাবার পর থেকেই অরুন বাবু মানুষের সাথে মিশে কাজ শুরু করেছেন। মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতে যুক্ত হয়েছেন এলাকায় হোয়াটস আপ গ্রুপে। সেখান থেকে মানুষের বহু সমস্যার সমাধান করছেন। এদিনের বস্ত্র বিতরণের পরই থানার একটি নতুন মোবাইল নম্বর উদ্বোধন করেন ডিএসপি (ক্রাইম) সুরজিত মন্ডল। তিনি জানান, থানার ল্যান্ড নম্বরে যোগাযোগ করতে সমস্যা হলে 8509733341 এই নম্বরে সাধারণ মানুষ যোগাযোগ করবেন। মোবাইলটি ডিউটি অফিসারের কাছে চব্বিশ ঘন্টা থাকবে। প্রয়োজনীয় ছবিও এই মোবাইল নম্বরের হোয়াটস আপে পাঠাতে পারবেন।

বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসপি সায়ন দাস, অ্যাডিশনাল এসপি অর্ক ব্যানার্জ্জী, ডিএসপি ক্রাইম সুরজিত মন্ডল, সিআই শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, ওসি অরুন কুমার সোম, বিধায়ক নেপাল ঘরুই সহ থানার সকল অফিসাররা।

ডালখোলায় মহিলাদের সুরক্ষায় বিশেষ ভ্যান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলার এসডিপিও অফিস থেকে মহিলাদের সুরক্ষায় বিশেষ পিঙ্ক বা গোলাপি রঙের তিনটি ভ্যান চালু করা হয়। এই বিশেষ ভ্যানগুলি মূলত মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। জানা গেছে, ডালখোলা পৌরসভা এলাকায় এই ভ্যানগুলি নিয়মিত চলাচল করবে। ডালখোলা কলেজ, কলেজ বাস স্ট্যান্ড, পূর্ণিয়া মোড় সহ পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই ভ্যানগুলি পেট্রোলিং করবে। কোন সমস্যা বা বিপদে মহিলারা এই ভ্যানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন এবং দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

এই বিশেষ পরিষেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান, এসডিপিও, থানার ওসি, ট্রাফিক ওসি সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মহিলা সুরক্ষায় পুলিশের এই পদক্ষেপকে সকলেই প্রশংসা করেছেন। একই দিনে, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় থানার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পুলিশ গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে। এই ম্যাপে পূজামণ্ডপগুলির অবস্থান, যানজটপূর্ণ এলাকা এবং জরুরি সেবা কেন্দ্রগুলির স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সাধারণ জনগণের জন্য সহায়ক হবে।

প্রথম নজর

ম্যানিলার আপত্তি সত্ত্বেও সৌদি আরবে শ্রমিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে এক ফিলিপিনো শ্রমিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তিনি হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। ফিলিপিন সরকার মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে। নিহত ফিলিপিনো ব্যক্তির নাম ও অপরাধের বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। কারণ তার পরিবার গোপনীয়তার অনুরোধ জানিয়েছে। এ মৃত্যুদণ্ড ঠেকানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হয়নি ম্যানিলা। সরকারি সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিপিনো শ্রমিকের মৃত্যুদণ্ড শনিবার কার্যকর করা হয়েছে। তিনি একজন সৌদি নাগরিককে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ফিলিপিনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস মঙ্গলবার জানান, তার সরকার এই 'দুঃখজনক' মৃত্যুদণ্ড ঠেকানোর জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, 'এটি একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি। আমরা (মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে) বহু বছর ধরে সব কিছু করার চেষ্টা করেছি।' ফিলিপিনের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই প্রচেষ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্টের একটি আবেদনও ছিল। কিন্তু নিহতের পরিবার রক্তমূল্য হিসেবে প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ করে ফিলিপিনোকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। ফলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। সৌদি বিচারব্যবস্থায় হত্যার শিকার ব্যক্তিদের পরিবারকে 'দিয়া' হিসেবে পরিচিত রক্তমূল্য নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প হিসেবে দেওয়া হয়। 'পাঁচ থেকে ছয় বছর' ধরে দুই দেশের মধ্যে এ মামলা নিয়ে আলোচনা চলছিল উল্লেখ করে মার্কোস বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, সেখানকার আইন খুব কঠোর। দৃশ্যত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় টিকে গেছে এবং আমাদের একজনকে হারাতে হয়েছে।' অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, ২০২৩ সালে সৌদি আরব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিক থেকে চীন ও ইরানের পর তৃতীয় স্থানে ছিল। মার্কোস প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি ওই শ্রমিকের মৃতদেহ ফিলিপিনে ফিরিয়ে আনার জন্য সহায়তা করবেন। কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের কারণে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লক্ষাধিক ফিলিপিনো শ্রমিক কর্মরত রয়েছে।

বিশ্বের দরিদ্রতম ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের অনেক দেশই এখনো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। কোনো দেশ ধনী না দরিদ্র, তা বোঝার জন্য জিডিপি পার ক্যাপিটাল দেখা হয়। জিডিপি পার ক্যাপিটালের অর্থ মাথা পিছু জিডিপি আয়। মাথাপিছু জিডিপির (পিপিপি) ভিত্তিতে বিশ্বের দরিদ্রতম ১০টি দেশের তালিকা দিয়েছে ফোর্বস ইন্ডিয়া। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ২০২৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের হিসাবমতে, মাথাপিছু জিডিপিতে (পিপিপি) বিশ্বের দরিদ্রতম ১০টি দেশের বেশিরভাগই আফ্রিকার।

দক্ষিণ সুদান: দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ৪৫৫ দশমিক ১৬ মার্কিন ডলার।

বুরুন্ডি: আফ্রিকার দেশ বুরুন্ডি তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ৯১৫ দশমিক ৮৮ মার্কিন ডলার।

আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র: তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ১ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার।

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র: আফ্রিকার দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ১ হাজার ৫৫০ মার্কিন ডলার।

মোজাম্বিক: এ তালিকায় পঞ্চমস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিক। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ১ হাজার ৬৫০ মার্কিন ডলার।

নাইজার: আফ্রিকার এ দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ১ হাজার ৬৭০ মার্কিন ডলার।

মালাউই: তালিকার সপ্তম অবস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মালাউই। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ১ হাজার ৭১০ মার্কিন ডলার।

লাইবেরিয়া: আফ্রিকার এই দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ১ হাজার ৮৮০ মার্কিন ডলার।

মাদাগাস্কার: এটিও আফ্রিকার দেশ। মাদাগাস্কারের মাথাপিছু জিডিপি ১ হাজার ৯৮০ মার্কিন ডলার।

ইয়েমেন: তালিকার দশম অবস্থানে রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইয়েমেন। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ২ হাজার মার্কিন ডলার।

অন্তর্বর্তী সরকারের দাবিতে উত্তাল হল আলবেনিয়া

আপনজন ডেস্ক: আলবেনিয়ায় বর্তমান বাম সরকারকে সরিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দাবি জানাচ্ছে আন্দোলনকারীরা। এদিকে সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আন্দোলনকারীদের দাবি, বামপন্থি প্রধানমন্ত্রী এদি রামাকে পদত্যাগ করতে হবে। তার জায়গায় আপাতত একটি কেয়ারটেকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে। সোমবার এই দাবি নিয়ে রাজধানী তিরানার রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছিলেন বিরোধী আন্দোলনকারীরা। তাদের একটাই স্লোগান-- 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক'। দক্ষিণপন্থি এই আন্দোলনকারীদের দাবি, আগামী বছর নির্বাচনের আগে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে চালাতে হবে। পরের বছর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন করতে হবে। কিন্তু বামপন্থি সরকার কোনোভাবেই এই দাবির সঙ্গে সহমত নয়। অভিযোগ, সোমবার বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা আলবেনিয়াজুড়ে বিভিন্ন রাস্তায় বিরাট সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন সরকারি ভবন লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ছে। প্রধানমন্ত্রীর পোস্টার জ্বালাচ্ছে। তারা পুলিশকেও আক্রমণ করছে। পাল্টা আক্রমণের অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, আন্দোলনকারীরা পার্লামেন্ট ভবনের দিকে এগোচ্ছে। সে জন্যই কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী এদি রামা আলবেনিয়ার সরকারে। পরপর তিনবার তিনি সরকার গড়েছেন। তার বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগ সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সেখানে আন্দোলন শুরু হয়েছে বলে বিরোধীদের দাবি।

ধ্বংসস্তূপ থেকে 'ফিনিক্স পাখির মতো' উঠে দাঁড়াবে হামাস!

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে এক বছরের যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরেও হামাস ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনরায় উঠে দাঁড়াবে বলে মন্তব্য করেছেন হামাসের নির্বাসিত নেতা খালেদ মেশাল। এখনো ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি যোদ্ধা নিয়োগ ও অস্ত্র উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৬৮ বছর বয়সী মেশাল বলেছেন, ফিলিস্তিনের ইতিহাস চক্রাকার। সংগ্রামের কোনো এক পর্যায়ে আমাদের অনেকে নিহত হয়েছে। আমাদের সামরিক সক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু স্রষ্টার অনুগ্রহে ফিলিস্তিনি চেতনা আবার শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসে। অনেকটা পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো। পৌরাণিক গাঁথার এক জাদুকরী পাখি হচ্ছে ফিনিক্স। জীবনের সায়াহ্নে এসে এই পাখির সারা দেহে আগুন ধরে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই ছাই থেকে আবার জন্ম নেয় নতুন ফিনিক্স। ১৯৯৬ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত হামাসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মেশাল। ১৯৯৭ সালে বিষ ভর্তি ইঞ্জেকশন ব্যবহার করে তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ইসরায়েল। প্রায় তিন দশকের বেশি হামাসকে নেতৃত্ব দেওয়া মেশাল গোষ্ঠীটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তিনি বর্তমানে হামাসের কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশ্বে বিবেচিত। সাক্ষাৎকারে মেশাল আরো বলেছেন, আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু হামাস এখনো তরুণদের দলে নিয়োগ দিচ্ছে। তাছাড়া গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করা হয়েছে। অবশ্য তিনি এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত তথ্য দেননি। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষকদের মতে, তার বক্তব্যের অর্থ হতে পারে যে, যত ক্ষয়ক্ষতিই হোক, হামাস যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধান নিয়ে কাজ করা অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, জুস্ট আর হিল্টারমান বলেছেন, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমি বলব, হামাস এখনও বিলীন হয়ে যায়নি এবং কোনও একদিন তারা গাজার ক্ষমতা দখল করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, গাজা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কোনো ইসরায়েলি পরিকল্পনার কথা জানা যাচ্ছে না। ফলে তখন যদি শাসন ক্ষমতায় শূন্যতা তৈরি হয়, তবে হামাস নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে মেশালের সাক্ষাৎকার নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে।

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করছে বাংলাদেশে নৌবাহিনী।

গাজা যুদ্ধের সমাপ্তির শর্ত ছাড়াই যুদ্ধবিরতি চায় হিজবুল্লাহ!

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চায় লেবাননের ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।

মঙ্গলবার টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে হিজবুল্লাহর উপ-প্রধান নাইম কাসেম এ কথা জানান। নাইম কাসেম জানিয়েছেন, "তিনি একটি যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন।"

তবে প্রথমবারের মতো লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধ করার পূর্ব শর্ত হিসেবে গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তির কথা উল্লেখ করেননি তিনি।

হিজবুল্লাহর এই নেতা জানিয়েছেন, পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরি যুদ্ধ বিরতির জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাতে তিনি সমর্থন দিয়েছেন।

সম্প্রতি লেবাননে ইসরায়েলি স্থল আক্রমণ এবং শীর্ষ হিজবুল্লাহ নেতাদের হত্যার ঘটনা বেড়েই চলেছে। নাইম কাসেম তার ৩০ মিনিটের টেলিভিশন ভাষণে বলেছেন, "আমরা যুদ্ধবিরতির জন্য বেরির নেতৃত্বে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন করি।"

রাজপরিবারে ভাঙন, উইলিয়ামের রাজা হওয়ার সম্ভাবনায় সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা

আপনজন ডেস্ক: গত এপ্রিল মাসে, খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, রাজা চার্লসের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে এবং তার শেষকৃত্যের পরিকল্পনা (কোড নেম অপারেশন মেনাই ব্রিজ) শুরু হয়েছে। যদিও রাজপ্রাসাদের তরফে এমন খবর উড়িয়ে দেয়া হয়েছে তবে স্পষ্টতই প্রত্যাশিত সময়ের আগেই প্রিন্স উইলিয়ামের রাজা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

নাটকীয়ভাবে 'রাজা চার্লসের মৃত্যুর গোপন পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই রাজপরিবারকে আলাদা করে দিচ্ছে' শিরোনামের একটি অংশে ডেইলি বিস্ট রিপোর্ট করেছে যে, রাজা উইলিয়াম পঞ্চম হিসাবে প্রিন্স উইলিয়ামের চূড়ান্ত রাজত্বের 'পরিকল্পনা এবং অবস্থান' আন্তরিকভাবে শুরু হয়েছে - যদিও রাজা হিসাবেও চার্লস তুলনামূলকভাবে ভাল করছেন বলে মনে হচ্ছে।

উইলিয়াম রাজা হওয়ার পর দরবারী এবং বিশেষ করে সহকারীরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে জানা যায়। ডেইলি বিস্ট উল্লেখ করেছে যে, 'রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে তার কর্মীদের লিঙ্কডইন প্রোফাইল আপডেট করার অভিযোগে যে নৃশংস উপায়ে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সেই ঘটনার পর তাদের উদ্বিগ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

রাজপরিবারের জন্য, প্রিন্স হ্যারি বাইরেই রয়ে গেছেন এবং মনে হচ্ছে না যে তার ভাই রাজা হয়ে গেলে তার ফেরার উপায় থাকবে। কিন্তু ডেইলি বিস্ট আরও দাবি করে যে, রাজা চার্লসের মৃত্যু রানি ক্যামিলাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে, কারণ প্রিন্স উইলিয়াম শুধুমাত্র তাকে 'সহ্য' করেছেন কিন্তু 'কখনও পছন্দ করেননি বা ভালোবাসেননি।'

প্রিন্স উইলিয়াম যখন রাজা হবেন তখন রানী ক্যামিলা কোথায় থাকবেন কিংবা তিনি কিসের ভিত্তিতে প্রাসাদে বসবাস করবেন তা স্পষ্ট নয় (দ্রষ্টব্য: তার নিজেরও প্রচুর সম্পদ রয়েছে)। এমনও জল্পনা রয়েছে যে, রাজা চার্লস চান প্রিন্স অ্যান্ড্রু তার বাড়ি, রয়্যাল লজটি খালি করে দিন, বিশেষত যাতে ক্যামিলা চলে গেলে সেখানে থাকতে পারে এবং অ্যান্ড্রু তা করতে অস্বীকার করছেন - রাজা হওয়ার পরে এটি উইলিয়ামের উদ্বেগের মধ্যে অন্যতম বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়গুলো অদ্ভুত বলে মনে হলেও রাজপরিবারের জন্য এটি খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন জন হোপফিল্ড ও জিওফ্রে হিন্টন

আপনজন ডেস্ক: চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণার পর আজ ঘোষণা করা হয়েছে পদার্থবিদ্যার পুরস্কার বিজয়ীর নাম। পদার্থবিদ্যায় এ বছর সম্মানজনক এই পুরস্কার জিতেছেন জন হোপফিল্ড ও জিওফ্রে হিন্টন। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স জানায় পদার্থবিদ্যায় অসামান্য অবদান রাখায় তাদের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

গত বছর পদার্থবিদ্যায় যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান আমেরিকার পিয়ের অগস্টিনি, হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক ক্রাউৎজ এবং ফ্রান্সের অ্যানে এলহুইলার। পদার্থবিদ্যায় ২০২৩ সালের নোবেলজয়ী তিন বিজ্ঞানীরই গবেষণার বিষয় ছিল অভিন্ন- ইলেকট্রন গতিবিদ্যা। ১৯০১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১১৭ বার পদার্থে নোবেল দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ২২৪ জন পদার্থবিদ এই পুরস্কার পেয়েছেন। এরমধ্যে জন বার্ডিন একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে দুইবার এই পুরস্কার জিতেছেন। প্রথমবার ১৯৫৬ এবং ১৯৭২ সালে দ্বিতীয়বার তিনি নোবেলে ভূষিত হন।

এবার মেয়র পদে লড়বেন ফিলিপাইনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে আবারো আলোচনায়।অবসরের ঘোষণা দিয়ে ফের রাজনীতিতে ফিরছেন রদ্রিগো।ফিলিপাইনের দক্ষিণ সিটির মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সোমবার নিবন্ধন করেছেন সাবেক এই মেয়র। ২০১৬ সালে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে দুতার্তে, প্রায় দুই দশক মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর দেশটিতে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে আলোচনায় আসেন দুতার্তে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৩ মি.

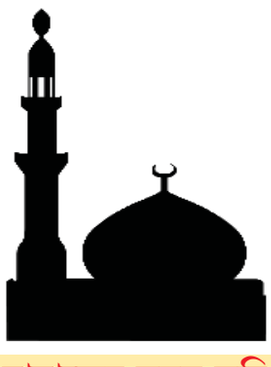

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১০	৫.৩১
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.৩৮	
মাগরিব	৫.২২	
এশা	৬.৩১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৬	

শুক্রবার পুতিন ও পেজেশকিয়ানের বৈঠক

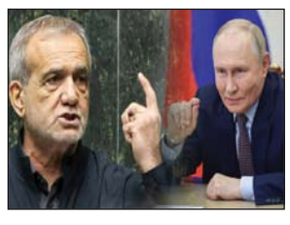

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তুর্কমেনিস্তানে একটি ফোরামে যোগ দেওয়ার সময় দুই নেতার বৈঠকটি হবে। পুতিনের এক জ্যেষ্ঠ সহকারী সোমবার এ তথ্য জানিয়েছেন।

পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক পুতিনের সহকারী ইউরি উশাকভ এদিন সাংবাদিকদের জানান, পুতিন ও মাসুদ তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশগাবাতে এক তুর্কমেন কবির স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সময় বৈঠক করবেন।

পুতিনকে 'ঘনিষ্ঠ কমরেড' আখ্যা দিলেন কিম জং উন

আপনজন ডেস্ক: রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে 'ঘনিষ্ঠ কমরেড' বলে আখ্যা দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। মঙ্গলবার পুতিনের ৭২তম জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে এই আখ্যা দেন তিনি।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পিয়ংইয়ং এবং মস্কোর মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়েছে। দুই দেশের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পশ্চিমা দেশগুলোকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ-এর বরাত দিয়ে ইয়োনহাপ নিউজ জানিয়েছে, কিম উভয় দেশের সম্পর্কের প্রশংসা করে বলেছেন- জুন মাসে পুতিনের পিয়ংইয়ং সফরের পর থেকে তারা 'অজেয় ও চিরন্তন' হয়ে উঠেছে।

উন বলেন, "আমাদের মধ্যে বৈঠক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক... ডিপিআরকে (উত্তর কোরিয়ার সরকারি নাম) -রাশিয়া বন্ধুত্বের চিরন্তন ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।"

চলতি বছরের শুরুর দিকে, পুতিন ও কিম একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তাতে তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দেশের যেকোনও একটির বিরুদ্ধে 'আগ্রাসন' ঘটলে একে অপরকে সাহায্য করবে।

কিমের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার বিনিময়ে রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করছে বলে ক্রমবর্ধমান প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দাবানলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্য: জোসেপ বোরেল

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল 'একটি সম্পূর্ণ দাবানলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে' বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল। তিনি উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম বলে মনে হচ্ছে।

সোমবার এক বিবৃতিতে শীর্ষ ইইউ কূটনীতিক আরও বলেন, ইসরাইলে হামলার এক বছর পর, পরিস্থিতি কেবল খারাপের দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের মানুষ আগের চেয়ে আরও বেশি নিরাপত্তাহীন। তারা কেবল সহিংসতা, ঘৃণা ও প্রতিশোধের সীমাহীন চক্রে আটকা পড়েছে।

বোরেল সংশ্লিষ্ট 'সব ফ্রন্টে' অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত, গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস এক বছর আগে ইসরায়েলে ঢুকে ১,২০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করে। অনেককেই করা হয় জিম্মি। এরপর ইসরায়েলের আগ্রাসনে গাজায় প্রায় ৪২ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এরপর চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে লেবাননেও হামলা চালায় ইসরায়েল। ব্যাপক হারে হামলা বাড়ানোর পর থেকে দেশটিতে হিজবুল্লাহ যোদ্ধা ও বেসামরিক নাগরিকসহ কমপক্ষে ১,৪০০ লোক নিহত হয়েছে।

কঠোর হওয়ার পরও ব্রিটেন ও ইউরোপে অবৈধ অভিবাসী কমছে না

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেক দিন ধরেই অবৈধ অভিবাসনের ব্যাপারে বেশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে। গবেষকরা জানিয়েছে, ইউরোপীয় কন্টিনেন্টে অভিবাসীদের নিয়ে বেরি রাজনৈতিক আলোচনা স্বত্ত্বেও ব্রিটেনসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে বসবাসকারী অনিয়মিত অভিবাসীদের সংখ্যা একই রকম রয়েছে। অর্থাৎ কঠোর বিধিনিষেধ সত্ত্বেও অভিবাসীর পরিমাণ কমেনি।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থার মাইগ্রেশন গবেষকরা ইরেগুলার মাইগ্রেশন নিয়ে এই গবেষণা চালিয়েছে। তারা বলেছে, কিছু মানুষ নির্বাসনে যাওয়ার ভয়ে রাডারের বাইরে বাস করছে। তাই সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য পাওয়া অসম্ভব। তবে তারা যে সিস্টেমে গবেষণা করেছে সেটা একটা সঠিক অনুমান তৈরি করতে পারে। গবেষকরা দেখেছেন ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্য সহ ১২টি ইউরোপীয় দেশে ২.৬ মিলিয়ন থেকে ৩.২ মিলিয়ন অনিয়মিত অভিবাসী ছিল। এই সংখ্যা এসব দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের কিছু কম। ২০০৮ সালে ১২টি ইউরোপীয় দেশে অনিয়মিত অভিবাসী সংখ্যা ছিল ১.৮ মিলিয়ন থেকে ৩.৮ মিলিয়ন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৭৫ সংখ্যা, ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

চোরের মা!

কথায় আছে–'চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।' প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির 'উৎস' অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত 'বড় গলাওয়ালা মা।' এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে 'বড় গলাওয়ালা মা' বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–'চোরের মায়ের বড় গলা'। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'তে প্রকাশিত 'সন্দেহের কারণ' কাপলেট হইতে। তাহা হইল–'কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।' আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। 'চোরের মায়ের বড় গলা' ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'চোরের সাক্ষী মাতাল', 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর', 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ', 'চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা', 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে 'চোর'দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–'সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।' জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–'যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।' আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–'প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।' আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–'চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।' চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–'একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।' ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–'যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।' অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–'একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।'

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু 'চোরের মায়ের বড় গলা' প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–'ঐ যে একটি চোরের মা!' আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য 'জিরাফ' ঘুরিয়া বেড়ায়।

জম্মু-কাশ্মীরে মোদির নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিল জনগণ

সব সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত করে হরিয়ানায় ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠল বিজেপি। উত্তর ভারতের এই রাজ্যে উপর্যুপরি তৃতীয়বার ক্ষমতাসীন থাকার রেকর্ড সৃষ্টি করল তারা। হরিয়ানায় সফল হলেও জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি ব্যর্থ। পাঁচ বছর ধরে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে ক্ষমতায় আসতে পারল না কেন্দ্রের শাসক দল। নরেন্দ্র মোদির 'কাশ্মীর নীতি' দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলো। সেখানে ক্ষমতায় আসতে চলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এসি), কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট। সদ্য দুই রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ করলেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

সব সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত করে হরিয়ানায় ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠল বিজেপি। উত্তর ভারতের এই রাজ্যে উপর্যুপরি তৃতীয়বার ক্ষমতাসীন থাকার রেকর্ড সৃষ্টি করল তারা। হরিয়ানায় সফল হলেও জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি ব্যর্থ। পাঁচ বছর ধরে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে ক্ষমতায় আসতে পারল না কেন্দ্রের শাসক দল। নরেন্দ্র মোদির 'কাশ্মীর নীতি' দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলো। সেখানে ক্ষমতায় আসতে চলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এসি), কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট।

বেলা তিনটার হিসাব অনুযায়ী, জম্মু-কাশ্মীরের ৯০ আসনের মধ্যে এনসি-কংগ্রেস জোট ৪৯ আসনে এগিয়ে। বিজেপি ২৯টিতে। পিডিপির আসন কমে হয়েছে ৩। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির কন্যা ইলতিজা হেরে গেছেন। পিপলস কনফারেন্সের সাজ্জাদ লোন ছাড়া এগিয়ে রয়েছেন আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টির এক প্রার্থী। বাকিরা স্বতন্ত্র।

বেলা দুটায় এনসি নেতা ফারুক আবদুল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিয়েছে। ওমর আবদুল্লাহই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওমর গান্দরবাল ও বদগাম দুই আসন থেকেই জিতেছেন।

হরিয়ানা বিধানসভার মোট আসনও ৯০। বিজেপি ৪৭ আসনে এগিয়ে। কংগ্রেস ৩৭টিতে। আর ইন্ডিয়ান লোক দল ৩টি আসনে। ৩ জন স্বতন্ত্র। এই রাজ্যে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জেজেপি। গতবার তারা ১০টি আসন জিতে বিজেপিকে সরকার গড়তে সাহায্য করেছিল।

এই ফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যতটা উৎফুল্ল করবে, ততটাই চিন্তিত। উৎফুল্ল করবে কেননা, তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি হরিয়ানায় হ্যাটট্রিক করল। রাজ্যের ইতিহাসে এটা রেকর্ড। ১০ বছর ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও আগেরবারের তুলনায় আসন বাড়িয়ে বিজেপির সরকার গড়ার মতো অবস্থায় চলে আসা অবশ্যই মোদির কৃতিত্ব।

তবে প্রধানমন্ত্রীকে চিন্তায় রাখবে জম্মু-কাশ্মীরের ব্যর্থতা। প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে তাঁর কাশ্মীর নীতিকে। দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তরেও। কারণ, এই ভোট এক অর্থে ছিল ৩৭০ অনুচ্ছেদ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণভোট। মোদি এই রাজ্যকে এনসি, কংগ্রেস ও পিডিপির হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই ইচ্ছাও ব্যর্থ হলো।

সেই অর্থে দুই বিধানসভার ফলই বিস্ময়কর।

বেশি বিস্ময় অবশ্যই হরিয়ানার ফলে। কারণ ভোটের আগে সব জনমত সমীক্ষা এবং ভোটের পর প্রতিটি বুথ ফেরত জরিপ কংগ্রেসকে বিপুলভাবে জয়ী দেখিয়েছিল। কোনো জরিপেই কংগ্রেসের সম্ভাব্য আসন ৫০টির নিচে কেউ দেখায়নি। কেউ কেউ বলেছিল, কংগ্রেস ৭০টি আসনও পেতে পারে। ধারণা এতই দৃঢ় ছিল যে দিল্লিতে কংগ্রেস দপ্তরে উৎসব পালনের সব ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

প্রাথমিক গণনায় কংগ্রেস এগিয়ে যেতে মিষ্টি বিলিও শুরু হয়েছিল। কেউ ভাবেনি, ছবিটা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতে পারে। বেলা সাড়ে ১০টা থেকে ভাগ্যের পেন্ডুলাম বিজেপির দিকে ঢলে পড়তে থাকে। দেখা যায়, হরিয়ানার জাট প্রভাবিত অঞ্চলেও বিজেপি ভালো ফল করেছে। দুপুর সাড়ে ১২টায় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনিকে অভিনন্দন পর্যন্ত জানিয়ে দেন। কী করে এমন সম্ভব, দিনভর তা নিয়েই চলে চর্চা। হরিয়ানার ভোট পরিচালনার দায়িত্ব কংগ্রেস নেতৃত্ব তুলে দিয়েছিল সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও জাট নেতা ভূপিন্দর সিং হুডার ওপর। প্রার্থীদের সিংহভাগ দখল করেছিলেন তাঁর অনুগামীরা। কংগ্রেসের দলিত নেত্রী সংসদ সদস্য কুমারী শৈলজা কিছুদিন অভিমান করে প্রচারে নামেননি। পরে তিনি সক্রিয় হলেও মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি জানিয়ে রেখেছিলেন।

ভোটের ফলে দেখা গেছে, দলিত আসনগুলোয় কংগ্রেস খারাপ না করলেও জাটভূমিতে কংগ্রেসের চেয়ে বিজেপি তুলনামূলক ভালো করেছে। জাটদের বিরুদ্ধে অ-জাট ভোট জোটবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিজেপি আগেরবারের মতো এবারেও সফল। গত বছর মধ্য প্রদেশ ও ছত্তিশগড় বিধানসভার ফলেরই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল হরিয়ানায়।

হরিয়ানায় বিজেপির সাফল্য যতখানি, ঠিক ততখানিই প্রকট কংগ্রেসের ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতার একটা প্রধান কারণ প্রার্থী মনোনয়ন এবং হুডার প্রতি অতি নির্ভরতা। কংগ্রেস একই রকম ব্যর্থ জম্মুতেও। সেখানে হিন্দু প্রধান অঞ্চলে বিজেপির বিরুদ্ধে তারাই ছিল প্রবল প্রতিপক্ষ। কিন্তু প্রার্থী বাছাইয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার দরুন প্রতিটি আসনেই তারা পর্যুদস্ত হয়েছে। জম্মুতে কংগ্রেস-এনসি জোট যে আসনগুলো পেয়েছে, সেগুলোর প্রতিটিই মিশ্র এলাকায়। উপত্যকায় কংগ্রেস জিতেছে এনসির বদান্যতায়।

জম্মু-কাশ্মীরের ভোটের ফল মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতি অসাড়ত্ব প্রমাণ করে দিল। সাবেক এই রাজ্যের জনগণ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, যে লক্ষ্যে পাঁচ বছর আগে বিজেপি এই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করেছিল, সংবিধান প্রদত্ত ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করেছিল, পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি করেছিল, জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই অর্থে এই ফল নিশ্চিতভাবে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে গণভোট।

অথচ কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেনি। লোকসভা ও বিধানসভার কেন্দ্রগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে সাতটি আসন বাড়িয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ৬টি হিন্দু প্রধান জম্মুতে, মুসলমান প্রধান কাশ্মীর উপত্যকায় মাত্র ১টি। দুই অঞ্চলের আসনের মধ্যে যেখানে ৯ আসনের ফারাক ছিল, তা কমিয়ে করা হয় ৪টি। শুধু তা-ই নয়, আইন করে উপরাজ্যপালকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিধানসভায় পাঁচজনকে মনোনীত করার, যাঁদের মধ্যে তিনজন থাকবেন নারী।

মন্ত্রিসভাকে এড়িয়ে সেই মনোনয়নের চেষ্টা গতকাল সোমবার রাতেই শুরু হয়, যার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার হুমকি দিয়েছে এনসি। এত চেষ্টা সত্ত্বেও এনসি-কংগ্রেস জোট তর্কাতীতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে। এই ফল মোদির কাশ্মীর নীতির পরাজয় ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন হলো, অতপর? প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার কি জম্মু-কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে? দিলে কবে? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনো উত্তর এখনো নেই। বরং এমন শঙ্কা দেখা দিচ্ছে, যেভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কেন্দ্রশাসিত দিল্লি উপরাজ্যপাল মারফত শাসিত হচ্ছে, জম্মু-কাশ্মীর ঠিক সেভাবেই শাসিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পৌরসভার চেয়ারম্যানের বেশি হবে না।

কাশ্মীর উপত্যকায় এনসি-কংগ্রেস-সিপিএম জোট এবং পিডিপির প্রাধান্য খর্ব করতে বিজেপি অন্য ব্যবস্থাও করেছিল। যেমন, বিচ্ছিন্নতাবাদী জেলবন্দী সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টি (এআইপি) গঠনে মদদ, জামায়াতে ইসলামীকে স্বতন্ত্রভাবে ভোটে দাঁড়াতে উৎসাহিত করা এবং গুলাম নবি আজাদ ও আলতাফ বুখারির দলকে খোলামেলা সমর্থন করা। বিজেপি উপত্যকায় মাত্র ১৯ কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিজেপির প্রতিটি কৌশল উপত্যকার মানুষ ব্যর্থ করেছে।

প্রবল সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়েছে এনসি-কংগ্রেস জোটের পক্ষে। একদা প্রবল প্রতাপান্বিত দল পিডিপিও এই ভোটে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। বোঝা গেল, ২০১৪ সালের ভোটের পর বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের সরকার গড়া উপত্যকার মানুষ মেনে নেয়নি।

সৌ: প্র: আ:

পাকিস্তানকে কোন পথে নেবে ঘৃণা আর গুলির রাজনীতি

আনসার আব্বাসি

আর কী বাকি ছিল? এখন তো ইমরান খানের পছন্দের মুখ্যমন্ত্রী খাইবার পাখতুনখাওয়ার আলী আমিন গান্ডাপুর এক গুলির বিনিময়ে ১০ গুলি চালানোর ধমকি দিয়েছেন। এর ফল খুব সুবিধার কিছু হবে না। খাইবার অঞ্চল গোত্রভিত্তিক সহিংসতার জন্য বিখ্যাত। এর ফলে পুরো খাইবার অঞ্চল এখন এক গোত্রভিত্তিক লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে যাবে বলে মনে করার কারণ আছে। অতীত তো তাই বলে। আর তা হলে পুরো প্রদেশে তা ছড়াতে সময় লাগবে না।

এর জন্য ইমরান খানের পক্ষ থেকে আলী আমিন শাবাশ পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আলী আমিন প্রতিদিন আরও বড় সংঘাতের দিকে এগোচ্ছেন। এর পরিণতি যে কী হবে, তা যে কেউ আন্দাজ করতে পারেন। যে গুলি করবে, সে পাল্টা গুলি খাবে–এই ধমকি পাঠান গোত্রের ইংরেজ আমলের কথা বলে মনে হয়। এই সময় এই কালে এ কোন ধরনের রাজনীতির বার্তা?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ৯ মের পর ইমরান খান আর তাঁর তেহরিক-ই-ইনসাফ কোনো শিক্ষা নেয়নি। এরপর যেসব সমস্যা আর নির্যাতন তাঁদের ওপর নেমে এসেছে, তা থেকে দলের নেতারা কি কম শিক্ষা নেবেন না?

দেশের ভেতরে গৃহযুদ্ধ লাগানোর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে দেশের সব প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল হবে শাসনব্যবস্থা। এতে হয়তো কোনো নির্দিষ্ট নেতা বা দলের সুবিধা হবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার সুযোগ বাড়ানোর জন্য এমন করা কি কোনো রাজনৈতিক কৌশল বলে মেনে নেওয়া যায়?

আলী আমিন আসলে কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'আগেও দেশে আমাদের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়েছে। এ দেশের জন্য আমাদের আত্মত্যাগ কে অস্বীকার করতে পারে? তা-ও করা হয়েছে। এখন আমাদের ওপর গুলিও করা হচ্ছে। আজ আমার দুই কর্মীকে গুলি করা হয়েছে। আমাদের ওপর সরাসরি শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন আমাদের ৫০ জন কর্মী। পাঞ্জাবের সীমান্তে প্রতি তিন কিলোমিটার অন্তর আমাদের ওপর গুলি আর শেল বর্ষণ করা হয়েছে।' এরপরই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে এর পর থেকে কেউ তাঁর কর্মীদের ওপর একটা গুলি ছুড়লে পাল্টা ১০টা গুলি ছোড়া হবে।

ভিডিও বক্তৃতায় আলী আমিন যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাতে বর্তমান সরকার অস্বস্তিতে পড়বে, তা খুব স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। ফেডারেল তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এই বার্তা পেয়ে বলেছেন, ইসলামাবাদে, পাঞ্জাবে সৈন্য পাঠিয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী ৯ মের পুনরাবৃত্তি করতে চান?

আরও অনেক দল তো রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ তো ৯ মে ঘটায়নি। কেউ তো এক গুলির বদলে ১০ গুলি চালানোর ধমকি দেয়নি। তেহরিক-ই-ইনসাফের লোকেরা তো আগেই ইমরান খানকে ভালোবাসা আর অন্যদের ঘৃণা করা সমার্থক বলে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। ইমরান খানকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁরা নিজের দেশকে পেছনে ফেলে দিচ্ছেন না তো? আর তা কি শুধু নিজের রাজনীতির যেন ফায়দা হয়, এ জন্য?

যত কিছুই হোক, নিজের দেশকে বিপদের মধ্যে দেখে কেউ কি খুশি হতে পারে! দেশের জন্য ভালো খবর এলে নাখোশ হওয়া! দেশের জন্য নেতিবাচক কিছুতে আপনি উচ্ছ্বসিত হবেন, শুধু এ কারণে যে এতে আপনার রাজনৈতিক ফায়দা হতে পারে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশের জন্য কোনো ইতিবাচক প্রয়াস যদি পরিলক্ষিত হয়, আর তা যদি করে আপনার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে? আপনি কি এটা শুধু বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করবেন?

তবে এখন পাকিস্তানে এমনও হয়েছে যে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশকে দেউলিয়া বানানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর প্রমাণ আছে। কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্টদের কোনো লজ্জা নেই। এ কেমন রাজনীতি, যা নিজের দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের জন্য নেতিবাচক কিছু হলে খুশি হয়? দেশ যদি দেউলিয়া হয়, তাহলে ক্ষতি তো দেশের সাধারণ মানুষের, তা এর সঙ্গে যে দলেরই সংযোগ থাকুক না কেন।

দেশের ভেতরে গৃহযুদ্ধ লাগানোর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে দেশের সব প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল হবে শাসনব্যবস্থা। এতে হয়তো কোনো নির্দিষ্ট নেতা বা দলের সুবিধা হবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার সুযোগ বাড়ানোর জন্য এমন করা কি কোনো রাজনৈতিক কৌশল বলে মেনে নেওয়া যায়?

আনসার আব্বাসি সাংবাদিক পাকিস্তানের দৈনিক পত্রিকা জঙ্গ থেকে নেওয়া, উর্দু থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

অনাথ আশ্রমের শিশুরা পেল নতুন জামা, হাসি ফুটল পুজোর আগে

আজিম শেখ ● মহম্মদ বাজার

আপনজন: মঙ্গলবার বন্ধু ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে হুচুকপাড়া, ডামরা এবং গনপুর এলাকার অনাথ আশ্রমের ৪০ জন শিশুদের হাতে পুজোর উপহার তুলে দেওয়া হয়। এই উপহারের মধ্যে ছিল নতুন জামা-কাপড় এবং কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যা শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। বন্ধু ফাউন্ডেশন-এর সদস্য শেখ জিয়ারুল জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে খবর আসে হুচুকপাড়া, ডামরা ও গনপুরের কিছু অনাথ আশ্রমের, যার মধ্যে রয়েছে কারুম ধারুম মিশন। এই আশ্রমগুলোতে প্রায় ৪০ জন ছেলে ও মেয়ে শিশু রয়েছে, যারা সুবিধাবঞ্চিত এবং বিভিন্ন কারণে পরিবারের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। খবর পাওয়ার পরই বন্ধু ফাউন্ডেশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই শিশুদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। বন্ধু ফাউন্ডেশনের সদস্যরা আশ্রমে গিয়ে শিশুদের হাতে উপহার তুলে দেন এবং তাদের সঙ্গে কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত কাটান। শিশুদের মুখে হাসি দেখে ফাউন্ডেশনের সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তারা আশা প্রকাশ করেন, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। ফাউন্ডেশন-এর এই মানবিক উদ্যোগ স্থানীয় সমাজেও প্রশংসিত হয়েছে, কারণ এটি অনাথ শিশুদের জীবনে কিছুটা হলেও আনন্দ ও উষ্ণতা যোগ করেছে। বন্ধু ফাউন্ডেশন-এর লক্ষ্যই হলো, সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনে একটু হাসি ও সুখের ছোঁয়া নিয়ে আসা, আর আজকের এই উদ্যোগ তারই একটি উদাহরণ।

কাজের ফাঁকে কবিতা লিখে পুরস্কৃত গ্রাম্যকবি

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কাজের ফাঁকেও সাহিত্যচর্চা করে কবিতা লেখে যে পুরস্কৃত হওয়া যায় তার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শাহনাওয়াজ। হরিশ্চন্দ্রপুরের বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দা শাহনাওয়াজকে রবিবার উত্তর মালদহ সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য পত্রিকা 'মুক্তধারা'র পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিন বিকেলে চাঁচল ১ ব্লকের M.G.N.R.E.G.S.ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সামসী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনোজ ভোজ,চাঁচল কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মহিদুল ইসলাম,উঁকি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক,উত্তর মালদহ সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কুলদা চরণ সিং,কথা কলি পত্রিকার সম্পাদক মহম্মদ মহসিন আলি সহ প্রমুখ। শাহনাওয়াজ বলেন,সপ্তম শ্রেণি থেকেই কবিতা লেখার প্রতি আমার একটা নেশা ছিল। বিশেষ করে প্রকৃতি ও সমাজের বাস্তব চিত্র কে কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কমলতা নিয়ে কবিতা 'আভাসিত' মুক্তধারা সাহিত্য পত্রিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। আমি প্রায় চল্লিশটির উপরে কবিতা লিখেছি। সেগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশিত করার চেষ্টা চলছে। আমি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যায়। কখনো বাড়ির উঠোনে লাগানো ফুল গাছের সঙ্গে মনে মনে কথা বলি। আবার কখনো জানালার পাশে বসে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে কবিতার বই প্রকাশ করার ইচ্ছে রয়েছে। উত্তর মালদহ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহম্মদ মহসীন আলী বলেন, মুক্তধারা সাহিত্য পত্রিকায় গল্প ও কবিতা মিলিয়ে মোট ২৭ টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সকলকেই পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়া এদিন এই মঞ্চ থেকে পত্রিকা, কাব্যগ্রন্থ, গল্পের বই ও গবেষণা মূলক বই সহ সব মিলিয়ে মোট নয়টি প্রকাশিত হয়।

বেগম রোকেয়া কন্যাশ্রী ক্লাবের শারদ সম্মিলনী

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: প্রাক শারদ সম্মিলনীর আয়োজন করল বেগম রোকেয়া কন্যাশ্রী ক্লাবের যোদ্ধারা। মঙ্গলবার পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয় এর কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত বেগম রোকেয়া কন্যাশ্রী ক্লাব এই শারদ সম্মিলনীর আয়োজন করে। এদিন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে নাচ গান আবৃত্তি সহ নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মুস্তাফা, সহকারী প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর দত্ত, প্রাক্তন শিক্ষক ও বেগম রোকেয়া কন্যাশ্রী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম কুমার বোস, প্রাক্তন ছাত্র মহাদেব বর শিক্ষক ধনঞ্জয় মাইতি, শিক্ষক দেবাশীষ পাল, শারদ সম্মিলনী দুর্গোৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ যুগল সামন্ত সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক গোলাম মুস্তাফা, শিক্ষক গৌতম কুমার বোস, প্রাক্তন ছাত্র মহাদেব বর সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মীদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেন প্রধান শিক্ষক গোলাম মুস্তাফা ও গৌতম কুমার বোস। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষিকা অর্পিতা মান্না এবং ছাত্রী সুমনা চক্রবর্তী। এদিনের অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

টাকির পর বসিরহাটে ইছামতি নদীতে ভ্রাম্যমান লঞ্চ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পৌরসভার উদ্যোগে ইছামতি নদীর বোটঘাট থেকে সোমবার বিকেল থেকে যাত্রা শুরু করল চলমান লঞ্চ। যেখানে থাকবে পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ। এক ঘন্টায় ৩০০ টাকা তার সঙ্গে চা কফি বিস্কুট পাশাপাশি ইছামতির নদীর কাকড়া চিংড়ি মাছ বিভিন্ন নোনা মাছের বাহারি মেনু আগে থাকতে এই নম্বরে যোগাযোগ বুকিং করতে হবে ৭৬৭৯২২২৯০২, ৯৭৩৩৭২০১৯৪। ইতিমধ্যে পুজোর কটা দিন বুক হয়ে গেছে পাশাপাশি ইছামতি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে এই ভ্রাম্যমান লঞ্চ পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পুজোয় পেয়ে রীতিমতো খুশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরা। বসিরহাটে এই প্রথম লঞ্চ ভাসমান রেস্তোরাঁ পেয়ে খুশি। যেখানে রয়েছে একাধিক প্রাচীন নিদর্শন যেমন ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের পানিতর গ্রামে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম শ্রী গৌরি দেবীর বাড়ি প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃতি বহন করে এসেছে সেইসব নিদর্শন দেখতে পাবে পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ দিনেশ মজুমদারের স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন বাড়ি। শতাব্দী প্রাচীন বহু প্রাচীন বাড়ি রয়েছে যেমন বসু,কর ব্যানার্জি, ভট্টাচার্য সহ একাধিক প্রাচীন জমিদার বাড়ির নিদর্শন চাক্ষুষ করতে পারবেন। একদিকে সংগ্রামপুরে সংগ্রাম সিংহের তৈরি করা ৫০০ বছরের পুরনো কালিবাড়ি অন্যদিকে বসিরহাটে প্রাচীন যেসব বাড়ি রয়েছে সেগুলো নিজের চোখে চাক্ষুস করে দেখে নিতে পারবে। সকাল ৯ টা থেকে রাত্রি ৮,টা পর্যন্ত পর্যটকরা পরিষেবা পাবে। এই ভ্রাম্যমান রেস্তোরাঁ উদ্বোধন করেন বসিরহাট মহাকুমার শাসক আশীষ কুমার, আগে। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদী রহমান, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ,বসিরহাট পৌরসভা চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী সহ কাউন্সিলর প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

চুরি যাওয়া মোবাইল ফেরালেন, ত্রাণ বিতরণও করলেন পুলিশ সুপার

এম মেহেদী সানি ● গাইঘাটা

আপনজন: পুজোর মরশুমে কয়েকশো মানুষের মুখে হাসি ফোটালেন পুলিশ আধিকারিকরা। বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানার উদ্যোগে মঙ্গলবার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত সুটিয়ার বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকার দুর্গত ১৫০টি পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়, শতাধিক মহিলা এবং শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। অন্যদিকে চুরি যাওয়া ৫০টি মোবাইল গাইঘাটা পুলিশের তৎপরতায় ফেরত পেলেন মালিকরা। এ দিন গাইঘাটা থানা এলাকার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গতদের হাতে খাদ্য সামগ্রী জামা কাপড় তুলে দেন বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার । পরে গাইঘাটা থানা প্রাঙ্গণ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেন তিনি। পুলিশ সুপারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা, গাইঘাটা থানার ওসি রাখো হরি ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। জানা যায়, অনেকের মোবাইল হয় চুরি হয়ে গিয়েছিল, নয়তো গিয়েছিল হারিয়ে । তারপর সেইসমস্ত মোবাইলের মালিকরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল পুলিশের কাছে । আর এমনই অভিযোগ পেয়ে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার পুলিশ ৫০টি মোবাইল উদ্ধার করে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ছ'মাসের প্রচেষ্টায় গাইঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাখো হরি ঘোষের তত্ত্বাবধানে ওই ৫০টি মোবাইল উদ্ধার করে মঙ্গলবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবে খুশি তারা । চুরি বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গাইঘাটা থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা । গাইঘাটা থানার কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করে পুলিশ সুপার বলেন, 'গাইঘাটা থানা ভালো কাজ করছে একদিকে ত্রাণ বিতরণ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক ব্যবস্থা, জন সেবার ক্ষেত্রে তাদের কাজের জন্য আমি অভিনন্দন জানায়।'

ছাত্রী খুনের সঠিক তদন্তের দাবিতে এপিডিআরের স্মারকলিপি এসপিকে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবিতে মঙ্গলবার এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির তরফে মিছিল করে গিয়ে বারুইপুর পুলিশ সুপারের অফিসে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। মিছিল শুরু হয় বারুইপুর স্টেশন থেকে। এদিন স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অরূপ মুখোপাধ্যায়। এর আগে গত রবিবার এপিডিআর-এর এক প্রতিনিধি দল মহিষমারির ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে তাতে এপিডিআর এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে: এই ঘটনার পিছনে পরিকল্পিত চক্রান্ত আছে। গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের একার কাজ নয় এটা। আরও লোক ছিল সঙ্গে। গ্রেপ্তার হওয়া ছেলেটিকে এলাকার লোক কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানিয়েছে। তাকে প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করে কেউ অপরাধ মূলক কাজ করিয়ে নিতে পারে। স্থানীয় একজন প্রভাবশালী কিন্তু বিক্ষুব্ধ শাসক ঘনিষ্ঠ নেতাই নাকি পুলিশকে প্রথম ঐ যুবকের নাম বলেছেন। বলেছেন ও করে থাকতে পারে। তার পুলিশ গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসে। ঐ নেতার সঙ্গে এপিডিআর কথা বলতে পারেনি। মঙ্গলবার এই সব তথ্য নিয়ে বারুইপুর জেলা পুলিশকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এব্যাপারে এপিডিআর জানিয়েছে। এপিডিআর এব্যাপারে আরও তথ্যানুসন্ধান চালাবে। আমরা স্মারকলিপিতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছি। এই দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে। এদিন এই স্মারকলিপি দিতে উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষে সম্পাদক শাহানারা খাতুন ও সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল, কেন্দ্রীয় কমিটির আলতাফ আহমেদ প্রমুখ।

আমতায় লক্ষ্মীপুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: লক্ষ্মীপুজোতেও থিমের নজরকাড়া দেখা যায় আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের জয়পুর থানার অন্তর্গত খালনায়।আর এই গ্রামে গেলেই আপনারা দেখতে পাবেন লক্ষ্মীপুজোর থিমের লড়াই। দুর্গাপুজোয় যেমন থিমের লড়াই হয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, তেমনই থিম পুজোর টক্কর চলে এই গ্রামে। এই খালনা গ্রামকে আশপাশের লোকেরা 'লক্ষ্মীগ্রাম' বলেই চেনেন। বহু বছর ধরে এই গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয়ে আসছে। সোমবার আমতা-২নং ব্লকের মিটিং হলে খালনার ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষ্মী পুজোর প্রাক্কালে পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল,আমতা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম ঘোষ,বিডিও পিন্টু ঘরাণী,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ মহবুব আলি,আমতার সিআই অমিয় ঘোষ,জয়পুর থানার ওসি সুমন্ত দাস সহ অআধিকারিকগণ।

জীর্ণ কাঠের কাঠজ্বালা মানিকতলা সেতু দিয়ে ঝুকির পারাপার

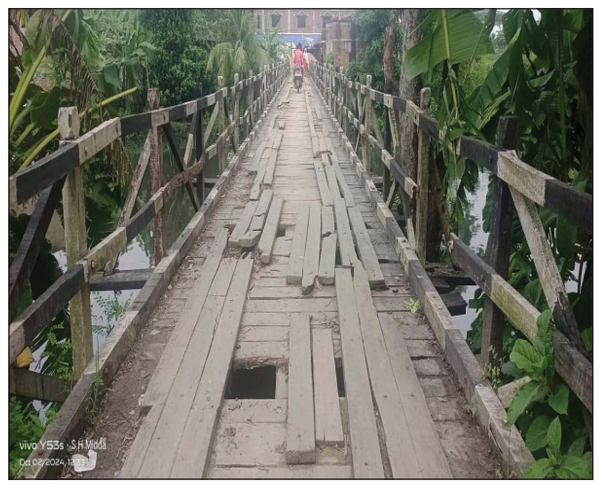

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: জীর্ণ কাঠের সেতু দিয়ে ঝুকির পারাপার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কাঠজ্বালা মানিকতলা সেতুতে । বাগজোলা খালের উপর কাঠ দিয়ে নির্মিত এই সেতুটি। সেতুটির পাশেই অবস্থিত মানিকতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেতু পেরিয়ে যেতে হয় শোনপুর পাইকারি সবজি বাজারে। যেতে হয় কারবালা উচ্চ বিদ্যালয় ও উত্তর কাশিপুর থানায়। সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন শানপুকুর অঞ্চলের কাঠজ্বালা, মানিকতলা, মেটোআইট, ছেলেগোয়ালিয়া, শানপুকুর প্রভৃতি গ্রামের মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে কয়েক বছর আগে কনক্রিটের সেতুটি ভেঙে খালের জলে তলিয়ে যায়। তখন কাঠের সেতু টি তৈরি করে সেচ দফতর। স্থানীয় মানুষের দাবি পুনরায় কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হোক। মুঠোফোনে এবিষয়ে "আপনজন" প্রতিনিধির মাধ্যমে কাঠজ্বালা গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজ আকরম এবং রেজাউল ইসলাম সেতুটির পুনর্নির্মাণ দাবি করেছেন। তাঁরা জানান, অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ঘুর পথে সবজি নিয়ে বাজারে যেতে সময় ব্যয় হচ্ছে।

অভিষেক-উপহার নিয়ে দুয়ারে যাচ্ছেন আলম

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: পুজোর আগে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া উপহার নিয়ে বড়এঞার দুয়ারে দুয়ারে পৌছাছে তৃনমূল নেতা মাহে আলম। বাঙালীর সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপুজো। পুজোর গন্ধ এসেছে! পুজোর বাদ্যি বেজেছে! আর এই সময় নতুন পোশাক উপহার পেতে কার না ভালো লাগে! আর সেই উপহার যদি বাড়ি বয়ে আসে, তাহলে তো কথাই নেই। পুজোতে বাংলার মায়েদের মুখে হাঁসি ফোটাতে বড়এঞার প্রায় চার হাজার পরিবারের কাছে পুজোর উপহার পাঠিয়েছেন তৃনমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অভিষেকের উপহার হাতে নিয়ে সকাল থেকে বড়এঞার বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছেন বড়এঞার তৃণমূল নেতা মাহে আলম। মঙ্গলবার তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মাহে আলমকে দেখা গেলো, বড়এঞা ২ ও সাবলপুর পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠানো বাংলার মায়েদের জন্য এই বস্ত্র গ্রামের অসহায় ও খেটে খাওয়া মানুষদের হাতে তুলে দিতে। এদিন মাহে আলমের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে সাবলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পাপিয়া ঘোষ , সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান ও জনপ্রতিনিধিদের , পুজোর আগেই তৃণমূল নেতার কাছে থেকে এমন উপহার পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারাও। এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা মাহে আলম বলেন, 'দুর্গাপুজোয় সকলের মুখে হাসি ফোটাতে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া উপহার নিয়ে বড়এঞার মানুষের দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে তারাও উৎসব আনন্দ কাটাতে পারবে।'

সুন্দরবনে বিধবাদের ও শিশুদের বস্ত্র উপহার

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি থানার অন্তর্গত শহীদ নগর, সমবায় কুমিরমারিখ গ্রামের শতাধিক দুঃস্থ অসহায় বিধবা মৎস্যজীবী পরিবারের হাতে তুলে দিলেন শাড়ি। সুন্দরবনে ঝড়খালি এলাকায় প্রায় সব মৎস্যজীবী। এলাকার মানুষের দুর্দশার কোন শেষ নেই। সুন্দরবনের নদী খাড়িতে মাছ, কাংড়া, মধু সংগ্রহ করে কোনরকমে দিন গুজরান করেন মৎস্যজীবী পরিবারগুলো। লড়াই করে জীবনজীবিকা নির্ধারণের জন্য কোন বিপদকে তোয়াক্কা না করে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এলাকার মৎস্যজীবী মানুষজন।এই সমস্ত মৎস্যজীবীর বিধবা অসহায় পরিবারের মানুষের কথা চিন্তাভাবনা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সোনারতরী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও আমার শহর গড়িয়া চ্যারিটেবল টাস্ট।স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের ঝড়খালি থানার অন্তর্গত শহীদ নগর, সমবায় কুমিরমারিখ গ্রামের মৎস্যজীবী বিধবা পরিবারের হাতে তুলে দিলেন শাড়ি।পাশাপাশি এলাকার শতাধিক শিশুদের হাতে তুলেদিলেন জামা,প্যান্ট। এ প্রসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সোনারতরী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সম্পাদক শ্রীকান্ত বধূ জানান "আমরা এভাবে গ্রামের মানুষের পাশে থাকতে চাই। আমরা বিগত ৮ বছর যাবৎ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার মানুষের কল্যাণের কাজ করে চলেছি। আগামী দিনেও আমাদের এই

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মালদায় পুজোর সূচনা করলেন শচীন!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদায় পুজোর উদ্বোধন করলেন শচীন! তবে আসল শচীন তেন্ডুলকর নয়। ডুপ্লিকেট শচীন। সোমবার চতুর্থীর সন্ধ্যায় এমনই নজরকাড়া পুজো উদ্বোধনের ছবি নজরে এল মালদা শহরের পুড়াটুলি বাঁধরোড প্রতিবেশি সমিতির পুজো উদ্বোধনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডুপ্লিকেট শচীন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছবি দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। প্রতিবেশী ক্লাবের এবারে তাদের তারাপীঠের আদলে মন্ডপ ও সাবেকি দুর্গা।

অবৈধ চোলাই ভাটিতে হানা সোনামুখীতে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অবৈধ চোলাই মদের ভাটিতে হানা সোনামুখী থানার পুলিশের, ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হল একের পর এক অবৈধ চোলাই মদের ভাটি, নষ্ট করা হয় কয়েক হাজার লিটার চোলাই মদ , খুশী এলাকার সাধারণ মানুষরা। অনেক সময় চোলাই মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে বহু সাধারণ মানুষ এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হয়েছে অনেককে। এবার সেই অবৈধ চোলাই মদের ভাটিতে হানা দিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ চোলাই মদ তৈরির সরঞ্জাম । নষ্ট করা হয় কয়েক হাজার লিটার অবৈধ চোলাই মদ। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হামিরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তে রম রমিয়ে চলছিল অবৈধ চোলাই মদ তৈরির কারবার।

বাগদাদে বড় পীরের মাজার জিয়ারতের পথে মুসল্লিরা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ ও সুফি মুসলিম তরীকা কাদেরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল কাদের জিলানী ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কাছে শ্রদ্ধার ব্যক্তিত্ব। সুদূর ইরাকের বাগদাদ শহরে তার মাজার শরীফ বিরাজমান। ১৫ অক্টোবর তার উরস মোবারক যা ফাতেহা ইয়াজ দাহম নামে দিনটি পরিচিত। সেই মাজার শরীফ জিয়ারত এবং উরসে সামিল হবার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার রওনা দিলেন রাজনগর ব্লকের খানকাহ- এ-বোখারিয়া গাইসাড়া শরীফের গদ্দীনসীন মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সাইফুল হোসেন বোখারী।

গাইসাড়া শরীফের মাজার চত্বরে ওনার মুরিদান সহ বহু আলেম উলেমাগণ উপস্থিত হন সালাম জানাতে। স্থানীয় গ্রামে বিরাজমান দাদা হুজুর ও আব্বা হুজুরের মাজার শরীফ জিয়ারত, মিলাদ মাহফিল ও সিন্নি বিতরণ করে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এক সাক্ষাৎকারে সৈয়দ সাইফুল হোসেন বোখারী বলেন, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারত ও উরসে সামিল হবার উদ্দেশ্যেই রওনা দিচ্ছি। সেখানে অঅল্লাহর কাছে মুরিদান সহ রাজ্য ও দেশবাসীর জন্য দোয়াখায়ের তথা প্রার্থনা করা হবে বিশ্বশান্তির জন্য।

প্রথম নজর

ছোটদের কচিপাতা-র শারদ সংখ্যা প্রকাশ

শেখ সিরাজ ● কলকাতা

আপনজন: শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে ৭ অক্টোবর সোমবার ছোটদের ' প্রকাশনার উদ্যোগে 'ছোটদের কচিপাতা' পূজাবার্ষিকী সংখ্যা (শারদ সংখ্যা) ২০২৪ এবং ' আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংকলন ' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তপন কুমার দাস। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন 'সুখবর' পত্রিকার সম্পাদক শমীক স্বপন ঘোষ। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র, শিশু সাহিত্যিক তরুণ কান্তি বারিক, পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সমর পাল,পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হাননান আহসান, সংবাদিক ও কবি প্রদীপ আচার্য সহ আরও অনেকে। প্রকাশনার পক্ষ থেকে ছোটদের কচিপাতা পুরস্কার দেওয়া হয় শিশু সাহিত্যিক সনৎ কুমার মিত্র, তারাশংকর চক্রবর্তী ,নির্মলেন্দু শাখারু এবং চিত্রশিল্পী শংকর বসাককে।ওইদিন আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা, গানে,বক্তৃতায়, সাহিত্য আলোচনা,সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি ভরপুর হয়ে ওঠে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছিলেন কবি ও সাহিত্যিক সুখেন্দু মজুমদার, শান্তিব্রত চট্টোপাধ্যায় , শেখ সিরাজ,অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় , দেবাশিস হাজরা, অর্চনা ঘোষ,চন্দন আচার্য ,বিজন মজুমদার, কমলাকান্ত সেন,প্রবীর রঞ্জন মন্ডল, গোবিন্দ মন্ডল সহ আরো অনেকে।অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার হাননান আহসান ও শান্তিব্রত চট্টোপাধ্যায়।

জলঙ্গিতে শপিং মলের সূচনায় ইউসুফ পাঠান

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের জলঙ্গী বাজারে উপাসনা ডিজাইন নামের এক পোষাকের দোকানের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল মঙ্গলবার দুপুরে। ফিতে কেটে উপাসনা ডিজাইন শপিং মলের শুভ উদ্বোধন করলেন ক্রিকেটার তথা তৃণমূলের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও সাংসদ আবু তাহের খান। উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গির তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের উপস্থিতিতে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন,শপিং মলের মালিক হ্যাপী বিশ্বাস,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী মোঃ আরিফ বিল্লাহ, জলঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সামিন আহমেদ রেন্টু সহ একাধিক বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যক্তি গণ। এদিনের শপিং মলের শুভ উদ্বোধনে ইউসুফ পাঠান কে দেখতে উপচে পড়ে এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে ক্রিকেট প্রেমীরা,অনেকে সেলফি তুলতেও ব্যস্ত হয়ে যায় ক্রিকেটারকে ঘিরে।

ত্রিপুরার 'সৃষ্টি'র বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

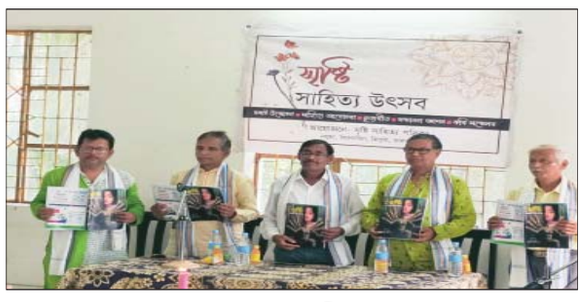

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ত্রিপুরা

আপনজন: শব্দ আর সুরের হিল্লোলে সম্পন্ন হল সৃষ্টি সাহিত্য উৎসব -২০২৪। সৃষ্টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে ৬ অক্টোবর আগমনী আবহে ত্রিপুরার বিলোনীয়া জনগ্রন্থাগারের কনফারেন্স হলে প্রদীপ প্রজ্বলন করে সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লোক গবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন। স্বাগত ভাষণে সৃষ্টির সম্পাদক শ্রীমান দাস গোটা উৎসবে যাদের শ্রম আর প্রেরণা লেগে আছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শিশু শিল্পী রাজবীর দত্তের উদ্বোধনী সংগীতের মূর্ছনায় অতিথিরা মলাট উন্মোচন করেন সৃষ্টি শারদীয় সাহিত্য পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যার। প্রখ্যাত শিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আগমনী সংগীত প্রাণবন্ত করে তোলে অনুষ্ঠানকে।প্রধান অতিথি ভাষাযোদ্ধা কবি নিতাই চরণ দেবনাথ ছাড়াও অনুষ্ঠানে লিটলম্যাগ প্রকাশের গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা করেন বিশেষ অতিথি প্রাবন্ধিক ড. রবীন্দ্র কুমার দত্ত ও সৃষ্টির প্রকাশক সৈকত মজুমদার। এদিনের অনুষ্ঠানে সৃষ্টি সাহিত্য সম্মান' রাজ্যের বিশিষ্ট লোকগবেষক শ্রী অশোকানন্দ রায়বর্ধন , সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'সৃষ্টি সংগীতকলা সম্মান' বিশিষ্ট সংগীত গুরু শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্যকে, সমাজসেবা ও সমাজ ভাবনায় বিশেষ অবদানের জন্য 'সৃষ্টি অনন্য সম্মান' বিশিষ্ট সমাজসেবী কিষান নাগকে অর্পণ করা হয়।অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী সম্পৃতি পালের আবৃত্তি এবং ঈপ্সা মহাজনের নৃত্য মাতিয়ে তোলে।

ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি হাতিয়ে তা ধ্বংস করে দেওয়াই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য: আব্বাস সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফুরফুরা

আপনজন: ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি হাতিয়ে সেগুলি ধ্বংস করে দেওয়াই হল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। ওয়াকফ সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় সরকার নানান ধরণের ফন্দিফিকির করছে। সেই জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সারা দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রেল বাদ দিয়ে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে সবথেকে বেশি বিষয় সম্পত্তি আছে। সেইগুলি হাতিয়ে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে এই সরকার। মঙ্গলবার ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত (এ)- এর নবম বার্ষিকী অধিবেশনে এই কথা বলেন সংগঠনের কর্ণধার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টার পেছনে আরো একটি কারণ আছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এই দেশ থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিলে তারা যাতে এই দেশে প্রায় হাজার বছর আগে থেকে তৈরি হওয়া মসজিদ, দরগা, মাদ্রাসাগুলির ওপর কোন দাবী না করতে পারে। কেননা এগুলির বেশিরভাগই ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর নির্মিত। সম্পত্তিগুলি হাতিয়ে নিয়ে এগুলি ধ্বংস করে দেওয়াই হল সরকারের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে এত দুর্নীতি হয়েছে যে বৃহত্তর মুসলমান সমাজ এর সুফল পাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি তুলনা টানেন আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমিনের হাতানোর সঙ্গে। আব্বাস সিদ্দিকী এদিন বলেন, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছেন, তারা ধর্ম নিয়েই মাতামাতি করছেন। অথচ তাদের দেখা দরকার জনগণের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতন মৌলিক চাহিদাগুলি। আসলে ধর্মের নামে বিভাজন করে মানুষের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করাতেই তাদের ফায়দা। পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী এদিন ২০১৬ সালে পথচলা শুরু করে এ যাবৎ কিভাবে সংগঠন কাজ করছে এবং আগামীতে কিভাবে কাজ করবে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যের প্রায় ৭ হাজার গ্রামে ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত সংগঠনের কাজ চলছে এবং আগামীতে ২০ হাজারেরও বেশি গ্রামে এই সংগঠনকে পৌঁছানোর লক্ষ্যের কথা তিনি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সংগঠনকে আরো বেশি মানব সেবার কাজ করতে হবে। হিন্দু, মুসলিম, দলিত আদিবাসী সকল মানুষের পাশে থাকার কথাও তিনি বলেন। বর্তমান সময়ে রাজ্যে যে সকল অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদে সরব হন। আরজি কর ও সম্প্রতি কুলতলী ধর্ষণের বিরুদ্ধেও তিনি গর্জে উঠেন ও সুবিচারের দাবি তোলেন। এছাড়াও ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়ে রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। এদিন ছোট হুজুর পীর কেবলা (রহ:)-এর ওফাত দিবসও পালিত হয়। আব্বাস সিদ্দিকী তাঁর বক্তব্যে ছোট হুজুর (রহ:)-এর ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসও তুলে ধরেন। পীরজাদা বাইজিদ আমিন সংগঠনের শুরু থেকে সমস্ত ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আরো সক্রিয় ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন । এর আগে, আজ সকালে কেরাত পাঠ, নাতে রাসুল পাঠ এবং দাদা হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহির শানেও একটি গজল পাঠ করার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। সংগঠনের কর্ণধার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক পীরজাদা বাইজিদ আমিন, হাফেজ নাজিম উদ্দিন, মুফতি নিজাম উদ্দিন, মনজুর হোসেন, আবু সালেহ মুসা প্রমুখ।

গঙ্গারামপুরে কলকাতার সংস্থার বস্ত্র দান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গঙ্গারামপুর

আপনজন: সোমবার চতুর্থীতে কলকাতা সন্তোষপুরের গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে গঙ্গারামপুর হাইরোড কালীবাড়ি ও গঙ্গারামপুর ইউনিভার্স লাইট স্পোর্টিং এন্ড কালচারাল ক্লাব সমষ্টি গত ভাবে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ ও দরিদ্র নারায়ন সেবার আয়োজন করেছিল গঙ্গারামপুর কালীবাড়ি প্রাঙ্গনে। তিন শতাধিক প্রান্তিক পুরুষ ও মহিলা এবং শতাধিক বালক ও বালিকাদের হাতে দুর্গা পূজা উপলক্ষে নতুন বস্ত্র দেওয়া ও মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার দাস, গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অমল কর্মকার প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুজোর সূচনায় সচেতন বার্তা

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকে নূরপুর অঞ্চলে পূর্ব কাঁকজল সর্ববজনীন পুজো কমিটির ১৪ তম বছরের দুর্গাপুজার সূচনা করলেন ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য বিমলেন্দু বৈদ্য সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। পূর্ব কাঁকজল সার্বজনীর পুজো কমিটির পরিচালিত।এবছর পূর্ব কাঁকজল সর্ব্বজনীন দূর্গাউৎসব পুজো কমিটির কর্মকর্তারা তারা সমাজ সচেতনতা ও পরিবেশ সচেতনতা তথা পরিবেশ রক্ষার বার্তাও তারা ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের মন্ডপের পারিপার্শিক পরিবেশে।একটি গাছ একটি প্রাণ, জল অপচয় রোধ,সেভ ড্রাইভ,সেফ লাইফ, প্লাস্টিক বর্জন, ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তাও তারা দেন।

প্রয়াত হাজী নুরুলকে নিয়ে দোয়ার মজলিস বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসায়

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: কয়েকদিন আগে বসিরহাটের সাংসদ হাজী নুরল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেছেন। তার মৃত্যুতে শোকাহত বসিরহাটের বিভিন্ন নাগরিক। এদিন তার রুহের মাগফিরাত এর উদ্দেশ্যে বসিরহাটের আমিনিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এই দোয়ার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট আমিনিয়া খারিজী মাদ্রাসার ছশো ছাত্র পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হাশিম মন্ডল,আবিদ আলী গাজী,সহ সভাপতি আবু ইসহাক বাবু গাজী, প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুফতি গোলাম মোস্তফা সহ উপস্থিত ছিলেন কমিটির বিভিন্ন নেত্রীবর্গ সহ এলাকার বহু গুণীজন মানুষেরা। এদিন যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হাসিম বলেন, বসিরহাটের পুরাত সংসদ হাজী নুরুল ইসলাম বহু খেদমত করেছেন বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসার জন্য। বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসার যে উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে সেই উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। যখনই আমরা মাদ্রাসার জন্য ডেকেছি তিনি হাজির হয়েছেন। মাদ্রাসার বিভিন্ন বিষয় তিনি দায়িত্ব নিয়ে দেখভাল করতেন। সাংসদ থাকাকালীন যেটা ওনাকে বলেছি মাদ্রাসার জন্য তিনি উজাড় করে দিয়ে সেই কাজ করে দিয়েছেন। আর তার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত তার আত্মার শান্তির উপলক্ষ করে বিশেষ দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয় বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা। অন্যদিকে মাদ্রাসার যুগ্ম সম্পাদক আবদুল হাসিম বলেন, হাজী নুরুল ইসলাম শুধু সাংসদ ছিলেন না।, মানুষের কল্যাণে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। যখনই মানুষ সমস্যায় পড়েছেন তিনি এগিয়ে এসেছেন। বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি রেখেছিলেন।

সাত লক্ষ টাকার দুটি সোলার লাইট ও রাস্তার সূচনা কালিয়াচকে

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মঙ্গলবার মালদহের সুজাপুর বিধানসভা এলাকায় বিধায়ক তহবিল ও পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করলেন কলকাতা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও প্রাক্তন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সুজাপুর বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল গণি। এদিন সুজাপুর বিধানসভার গয়েশবাড়ি, বামনগ্রাম মসিমপুর, কালিয়াচক-২ ও জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিধায়ক আব্দুল গণি তার বিধায়ক তহবিল থেকে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা বরাদ্দে ত্রিশটি স্ট্রিট সোলার লাইটের শুভ উদ্বোধন করলেন। এছাড়াও জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিধায়ক তহবিল থেকে প্রায় সাত লক্ষ টাকার দুটি হাই সোলার লাইট ও ছাতরাগাছি বাঁধ হতে জুম্মা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার শুভ সূচনা করেন। এবং বিধায়ক তহবিলের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকায় ধারারা মদনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দে পাঠানটোলা থেকে জালালপুরের রাস্তার শুভ উদ্বোধন করেন বিধায়ক আব্দুল গণি। এদিন তিনি বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ষাট লক্ষ টাকার সমস্ত কাজের ফিতে কাটার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন এবং আরও ত্রিশ লক্ষ টাকার কাজের অর্থাৎ সর্বমোট প্রায় নব্বই লক্ষ টাকার কাজের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক। এদিনের উদ্বোধনে আরও উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা পরিষদ বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, কালিয়াচক-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আলিউল শেখ, সামিজুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল আজিজ আল আমান প্রমুখ। বিধায়ক আব্দুল গণি জানান, এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও বিধায়ক তহবিল থেকে বিভিন্ন কাজের উদ্বোধন করলাম। এছাড়াও সারাদিন দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমাদের সুজাপুর বিধানসভার আলিপুর-২, সিলামপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অসহায় মানুষদের কিছু আগামনি শীতের বস্ত্র ও পুজো উপলক্ষে নতুন পোশাক বিতরণ করা হল।

বর্ধমানের ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোমে ক্যাথল্যাব পরিষেবার উদ্বোধন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্তমানের অন্যতম সেরা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোম সুনাম অর্জন করেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গোটা রাজ্যে সারা জাগিয়েছে । রাজ্যের সারা জাগানো প্রকল্প স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে রাজ্যের বেশির মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে আসছে। কার্ডিওলজি বিভাগের ফ্রি চিকিৎসা বেশিরভাগ নার্সিংহোমে নেই । কার্ডিয়লজি বিভাগের ফ্রি চিকিৎসা স্বাস্থ্য সাথী মাধ্যমে করার লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর, সোমবার বর্ধমানের ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোমে ক্যাথল্যাব পরিষেবার শুভ উদ্বোধন হল। এই পরিষেবার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে অথবা স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সাহায্যে রোগীরা অ্যাঞ্জিওগ্রাম, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এবং পেসমেকার পরিষেবা পেতে সক্ষম হবেন। এই নতুন পরিষেবা হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেলিওর রোগীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. মইনুল হাসান এবং খ্যাতনামা কার্ডিওলজিস্ট ডা. মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডা. রামধন কুমার কামাত, ডা. সোনালী সরকার সহ বর্ধমান শহরের আরও অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক। ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোমের মালিক আসফার হোসেন জানান, মুমূর্ষু রোগীদের দ্রুত ও নির্ভুল চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে এই ক্যাথল্যাবের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ ধরনের আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির উদ্বোধনের ফলে বর্ধমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে এবং এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

ওয়াকফ বাঁচাও মঞ্চে শামিল হওয়ার ডাক

আপনজন ডেস্ক: বিশিষ্ট আরটিআই কর্মী তথা সমাজসেবক তাউহিদ খান ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় ওয়াকফ বাঁচও মঞ্চে শামিল হওয়ার ডাক দিলেন। তিনি বলেন, সংখ্যার নিরিখে সারাদেশে ৮.৭ লক্ষটি ওয়াকফ সম্পত্তি আছে, যার পরিমাণ ৯.৪ লক্ষ একর। কোন মুসলিম রাষ্ট্রেও এত পরিমান ওয়াকফ সম্পত্তি নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ৮ আগস্ট ওয়াকফ সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিল লোকসভায় উত্থাপন করেছে।এই ওয়াকাফ সম্পত্তির মধ্যে আছে - মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান, দরগা, মাজার, পীরত্বের সম্পত্তি, শালিজমি, বিল্ডিং, ফ্ল্যাট, দিঘী, পুকুর, ঝিল, হ্রদ, দোকান , ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ইসলামিক প্রতিষ্ঠান , বিদ্যালয়, কলেজ, পার্টি অফিস ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মোট ওয়াকাফ সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৬০ একর অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৪৩ বিঘা। সারা ভারতে ওয়াকাফ সম্পত্তি সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশে। ঠিক তার পরেই পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকাফ সম্পত্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তাই ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করতে মুসলিমদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তৌহিদ খান।

কুয়েতে জাহাজ ডুবে মৃত যুবকের কফিনবন্দি দেহ ফিরল বাড়িতে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত ১লা সেপ্টেম্বর ইরানের একটি পণ্যবাহী জাহাজ 'আরব আক্তার-১' কুয়েতে প্রবেশ করার আগেই সমুদ্রে দুর্ঘটনায় ডুবে যায়। সেই জাহাজে তিনজন ভারতীয় এবং তিনজন ইরানের নাবিক ছিল। একসঙ্গে থাকা তিনজন ভারতীয় নাবিকের মধ্যে দু'জন ছিল চেন্নাইয়ের এবং একজন মুর্শিদাবাদের রানীতলা থানার আমডহরা গ্রামের বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার (২৮)। দুর্ঘটনার পর থেকে তার দেহ নিখোঁজ থাকলেও পরবর্তীতে দেহের খোঁজ পাওয়া যায়। বাড়ি থেকে ডিএনএর নমুনা চেয়ে পাঠানো হয়। ডিএনএ পরীক্ষার পর শনাক্ত করা হয় অভিজিতের দেহ। দুর্ঘটনার ৩৭ দিন পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমডহরা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাল অভিজিতের কফিনবন্দি দেহ। দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে অভিজিতের মা-বাবা, স্ত্রী-কন্যা সহ আত্মীয়-স্বজন সকলেই। হাজারে হাজারে প্রতিবেশী বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও অভিজিতের বাড়িতে উপস্থিত হয়। যদিও ৩৭ দিনের পুরনো মৃতদেহ হওয়ার কারণে শেষবারের মতো কফিন খুলে তার মুখটি দেখানোর ব্যবস্থা করা যায়নি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জিয়াগঞ্জ মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গ্রামজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্কুলছাত্রীর শেষকৃত্যে হাজির সাংসদ প্রতিমা

আসিফা লস্কর ও চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: নির্যাতিতার ছাত্রীর মৃতদেহ নিয়ে কৃপাখালি এলাকা থেকে মহিষামারী পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত মিছিল গ্রামবাসীদের।সোমবার রাতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর কড়া পুলিশ নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ নিয়ে কৃপাখালি এলাকা থেকে মহিষ মারি পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত মিছিল করেন এলাকাবাসীরা। মিছিলের পর স্থানীয় একটি শ্মশানে শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় কুলতলির চতুর্থ শ্রেণীর নির্যাতিতা ছাত্রীর। দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ ফাঁসির দাবিতে এলাকাবাসীরা এই মিছিল করে বলে জানা গিয়েছে। এই মিছিলে পুলিশের নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতন। মৃতদেহ নিয়ে এলাকাবাসীদের মিছিলের পর বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা। প্রতীকী অবরোধের পর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি শ্মশানে। মৃত ছাত্রীর শেষকৃত্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল।এদিন মৃত নাবালিকাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। এছাড়াও শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু মানুষজন।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

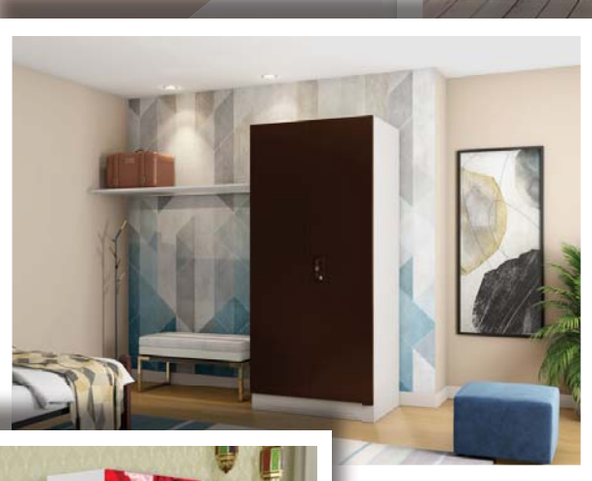

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — **১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ**

- মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
- মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার
- মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- তায়েফ যিয়ারত
- বদর যিয়ারত
- ওয়দিয়া জিন পাহাড়
- বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে
- জমজম ৫ লিটার
- জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া — ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা

নাবাবীয়া মিশন

প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক

মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬

ADMISSION OPEN

বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
(Online + Offline)
পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা

ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org

Mob. 97322381000 / 9732086786

ইনিয়েস্তার অবসরের ঘোষণায় মেসির আবেগঘন বার্তা

আপনজন ডেস্ক: আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তিনি এখনো দেননি। তবে বয়স হয়ে গেছে ৪০ বছর। আর কত দিনই-বা খেলতে পারবেন! তাই আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা যখন 'দ্য গেম কন্টিনিউ' তথ্যচিত্রে ফুটবলের মানে তাঁর কাছে কী, প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন, সবাই ধরে নেন, এটাই তাঁর অবসরের ঘোষণা!

বার্সেলোনায় তাঁর লম্বা সময়ের সতীর্থ লিওনেল মেসিও ধরে নিয়েছেন, ইনিয়েস্তার ক্যারিয়ারে শিগগিরই যতি পড়তে যাচ্ছে। সেটা ধরে নিয়েই ফ্লোরিডায় আর্জেন্টিনা দলের অনুশীলনের ফাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন এক বার্তাই দিয়েছেন মেসি।

আর্জেন্টিনা অধিনায়ক মেসি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ইনিয়েস্তার সঙ্গে বার্সেলোনার জার্সিতে নিজের একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন,

'আমার অন্যতম জাদুকরি সতীর্থ এবং যাদের সঙ্গে খেলাটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি, তাদের একজন। বল তোমাকে মিস করবে এবং আমরাও মিস করব। সর্বদা তোমার জন্য শুভকামনা, তুমি ফেনোমেনন।'

বার্সেলোনার মূল দলে মেসির অভিষেক ২০০৪ সালে। এর দুই বছর আগে থেকে বার্সার মূল দলে খেলতে শুরু করেন ইনিয়েস্তা। দুজনে একসঙ্গে বার্সেলোনায় খেলেছেন ১৪ বছর, ২০১৮ সালে ইনিয়েস্তা বার্সেলোনা ছেড়ে জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবেতে যাওয়ার আগপর্যন্ত।

মেসি ও ইনিয়েস্তা একসঙ্গে বার্সেলোনায় জিতেছেন ৯টি লা লিগা ও ৪টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। এ ছাড়া কোপা দেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ, উয়েফা সুপার কাপ আর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের অনেক শিরোপা জিতেছেন তাঁরা। স্পেন জাতীয় দলের হয়ে ২০১০ বিশ্বকাপ আর ২০০৮ ও ২০১২ সালের ইউরো জিতেছেন ইনিয়েস্তা। মেসি ২০২২ বিশ্বকাপসহ জিতেছেন ২০২১ ও ২০২৪-এর কোপা আমেরিকা এবং ২০২২ সালের লা ফিনালিসিমা।

এখন ইনিয়েস্তা আছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে, খেলছেন এমিরেটস নামের একটি ক্লাবে। মেসি খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। যিনি যেখানেই থাকুন, আত্মিক দিক থেকে তাঁরা যে খুব কাছাকাছিই আছেন, সেটা বোঝা যায় ইনিয়েস্তার ফুটবল থেকে অবসরের ইঙ্গিত পেয়ে মেসির জানানো প্রতিক্রিয়ায়।

টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা মাহমুদউল্লাহর

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন আগেই, ২০২১ সালের জুলাই মাসে। তুমুল আলোচিত সেই অবসর। কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, হারারে টেস্টের মাঝপথে মাহমুদউল্লাহকে সতীর্থদের গার্ড অব অনার দিতে দেখে সবাইকে যা অনুমান করে নিতে হয়েছে।

এরপর অনেক দিন মাহমুদউল্লাহ কিছু বলেননি। সেই অবসর নিয়ে রীতিমতো একটা রহস্যের জন্ম হয়েছিল।

টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিতে এমন কোনো নাটকীয়তার আশ্রয় নেননি মাহমুদউল্লাহ।

আনুষ্ঠানিকভাবেই বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন। আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। তার আগে আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদউল্লাহ জানিয়েছেন, তিন ম্যাচের এই সিরিজ শেষেই তিনি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেবেন। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এখনই ছাড়ছেন না অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার। দেশের হয়ে ওয়ানডে খেলে যেতে চান।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে খেললে বাংলাদেশের পক্ষে মাহমুদউল্লাহ শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি হবে আগামী ১২ অক্টোবর। সেদিন হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ।

বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ডও তাঁর। ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৪৩টি টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে টস করতে নেমেছেন মাহমুদউল্লাহ।

৩৯ ছুঁই ছুঁই মাহমুদউল্লাহ এই সিরিজ শুরুর আগেই সিদ্ধান্তটা মাহমুদউল্লাহ নিয়ে রেখেছিলেন। প্রথম ম্যাচের পরই বিসিবিকে যা জানিয়ে দিয়েছেন। বিসিবিও মাঠ থেকে বিদায় নিতে চাওয়ার এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদউল্লাহ বলেছেন, 'এই সিরিজের শেষ ম্যাচের পরেই আমি টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেব। আসলে এটা আমি এই সফরে আসার আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার কোচ, অধিনায়ক, নির্বাচক এবং বোর্ড সভাপতিকেও সিদ্ধান্ত জানিয়েছি। আমি মনে করি, এটাই সঠিক সময় এই সংস্করণ থেকে সরে গিয়ে সামনে ওয়ানডে যা আছে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার। আমার জন্য এবং পরের (টি-টোয়েন্টি) বিশ্বকাপের কথা যদি ভাবি, দলের জন্যও এটাই সঠিক সময়।'

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেক মাহমুদউল্লাহর। বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৩৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ১১৭.৭৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ২৩৯৫, গড় ২৩.৪৮। বাকি দুই ম্যাচ খেললে তাঁর টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার শেষ হবে ১৪১ ম্যাচ খেলে। এর চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড আছে মাত্র দুজনের।

বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ডও তাঁর। ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৪৩টি টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে টস করতে নেমেছেন মাহমুদউল্লাহ। ২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশকে।

'গামবল' নয় 'গোহিট' বললেন গাভাস্কার

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে সপ্তাহখানেক আগে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারানোর পথে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলেছে ভারত। কেউ কেউ এর পেছনে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের অবদান দেখেছেন। কিন্তু সুনীল গাভাস্কার তা মনে করেন না।

ভারতীয় কিংবদন্তির মতে, এসব কিছুতে অবদান অধিনায়ক রোহিত শর্মার। ব্যাপারটি এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো এ নিয়ে কথাই হতো না আর। কিন্তু এ বিষয়ে একটি মন্তব্য করে এখন নেটিজেনদের তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছেন টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়া কিংবদন্তি।

কানপুর টেস্টে একবার ফিরে তাকানো যাক। প্রথম দিনে ৩৫ ওভার খেলা হওয়ার পর বৃষ্টির কারণে পরের দুই দিনে খেলা হয়নি। চতুর্থ দিনে বাংলাদেশ ২৩৩ রানে অলআউট হওয়ার পর টেস্টের ফল বের করতে এবং সেটা নিজেদের পক্ষে আনতে আগ্রাসী ব্যাটিং করে ভারত। ওভারপ্রতি ৮.২২ গড়ে ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে রোহিতের দল। বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪৬ রানে অলআউট হয়ে ৯৫ রানের লক্ষ্য দিতে পারায় সহজেই হেরে বসে ভারতের কাছে।

ভারতের এই জয়ের পর দেশটির বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম ইংল্যান্ডের 'বাজবল'-এর অনুকরণে রোহিতের দলের এমন আক্রমণাত্মক খেলার নাম দেয় 'বস-বল' এবং 'গাম-বল।' পরের নামটির সঙ্গে যে গৌতম গম্ভীরের যোগসূত্র রয়েছে, সেটি না বললেও চলে। ইংল্যান্ড দলের যেমন ব্রেন্ডন ম্যাককালামের 'বাজ' নামের অনুকরণে 'বাজবল।' আর 'বস-বল' নামে গম্ভীরের সঙ্গে রোহিতের যোগসূত্রও আছে। ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের 'বস' কারও চোখে রোহিত, কারও চোখে গম্ভীর।

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'স্পোর্টসস্টার'-এ গতকাল লেখা কলামে এ নিয়ে নিজের মতামত দেন গাভাস্কার, 'একটি পত্রিকা ভারতের ব্যাটিংকে "বস-বল" বলছে, কারণ তাদের অধিনায়ক অথবা দলের "বস" রোহিত পথ দেখিয়েছে। "গাম-বল" বলা হচ্ছে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের জন্য।'

গাভাস্কার আরও লেখেন, 'বেন স্টোকস ও ব্রেন্ডন ম্যাককালামের সময়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি রোহিত নিজে এভাবে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বাকি সতীর্থদেরও তা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। গম্ভীর কোচ হয়ে এসেছে মাত্র কয়েক মাস। তাই এই (আগ্রাসী ব্যাটিং) মানসিকতার সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়াটা পদলেহনের সর্বোচ্চ পর্যায়। ম্যাককালাম যেভাবে ব্যাট করত, গম্ভীর নিজে সেভাবে খুব কমই ব্যাট করেছে। অবদান যদি কারও থেকে থাকে সেটা শুধু রোহিতের।'

গত জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হন গম্ভীর। কলামে তাঁকে ভারতের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের নেপথ্য নায়ক মনে না করে রোহিতের নামে এমন ব্যাটিংয়ের নামকরণ করার পরামর্শ দেন গাভাস্কার, 'এই বল কিংবা সেই বল নাম না রেখে আমি বলব অধিনায়কের প্রথম নাম ব্যাবহার করে "গোহিট" রাখতে। আশা করি বুদ্ধিমান মানুষেরা "বাজবল"-এর চেয়ে বেশি প্রচলিত এই নামটি বেছে নেবে।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজে ধারাভাষ্য দেওয়া গাভাস্কারের এমন মন্তব্য ভারতের অনেক ক্রিকেটপ্রেমীই ভালো চোখে দেখেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে ধুয়ে দিয়েছেন অনেকেই। এক্সে এক নেটিজেনের মন্তব্য, 'সুনীল গাভাস্কারের অবসর নেওয়া উচিত।' গাভাস্কার ১৯৮৭ সালেই ক্রিকেট ছেড়েছেন। সম্ভবত তাঁর ধারাভাষ্য ও ক্রিকেট-বিশ্লেষণ থেকেও অবসর নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন সেই নেটিজেন। আরেকজন লিখেছেন, 'গাভাস্কার সাহেব, সম্মান রেখেই বলছি সব সময়ই আপনার ভক্ত ছিলাম, কিন্তু কিছু সময় আপনার স্রেফ চুপ থাকা উচিত।'

টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জয়ের পর প্রথম টি-টোয়েন্টিতেও জিতেছে ভারত। তিন ম্যাচের এই টি-টোয়েন্টি সিরিজে দিল্লিতে আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে অর্শদীপের ভয়

আপনজন ডেস্ক: 'আজ ছুটির দিন'—দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলনকক্ষে এসে কথাটা অন্তত চারবার বলেছেন অর্শদীপ সিং।

ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলন থাকায় পেসারদের কেউই আজ মাঠে আসেননি। অর্শদীপেরও আসার কথা ছিল না। স্টেডিয়ামের পাশেই এক অনুষ্ঠানে আসায় শুধু সংবাদ সম্মেলন করতেই মাঠে আসেন এই তরুণ পেসার।

বাংলাদেশ-ভারত আগামীকালের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা-ই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন, অর্শদীপের উত্তর একটাই—'আজ আমার ছুটির দিন। আমি বেশি দূর ভাবতে চাই না। ম্যাচের সময় পরিস্থিতি বুঝে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।'

অর্শদীপের 'মুড' বদলে যায় দিল্লির মাঠে সর্বশেষ আইপিএলের রেকর্ড শুনে। ২০২৪ আইপিএলের ৫ ম্যাচের মধ্যে ১০ ইনিংসে ২০০-এর বেশি রান হয়েছে ৮ ইনিংসে, একটিতে হয়েছে ১৯৯ রান। এমন বড় রানের ম্যাচের আগে বোলার হিসেবে কী ভাবছেন অর্শদীপ?

প্রশ্নটা শুনে ওই বারবার বলা কথাটাই আরও একবার বললেন অর্শদীপ, 'এবারের আইপিএলে এ মাঠে আমাদের কোনো ম্যাচ ছিল না। কিন্তু এখানে ওই রকম রান হয়েছে শুনে আমি আর উইকেট দেখতে চাইছি না। কাল আসব, কোচরা যা পরিকল্পনা দেবেন, সেটা শুনব। মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।' পরে হাসতে হাসতে যোগ করলেন, 'আপনি তো ভয় পাইয়ে দিলেন। ম্যাচ নিয়ে আজ ভাবতেই চাইনি। আমার ছুটির দিন ছিল আজ।'

শুধু ক্রিকেট নয়, অর্শদীপের জীবনের মন্ত্রও বর্তমানে বাঁচা। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জীবনের মন্ত্র হলে বর্তমান উপভোগ করা। আজ আমার বিশ্রামের দিন। আমি আজকের দিনটা উপভোগ করতে চাইব। কালকেরটা কাল দেখব। বিশ্বকাপ আরও দুই বছর পর। অনেক দূরের ব্যাপার। এত দূরে আমি চিন্তা করতে চাই না। এই চিন্তা অন্যদের (হাসি)।'

গত ৩ বছরে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন অর্শদীপ। বাংলাদেশ সিরিজে ভারতীয় দলে অন্য পেসারদের তুলনায় অর্শদীপই অভিজ্ঞ। দলের পেস বোলিং আক্রমণের ভবিষ্যতের নেতা ধরা হয় এই বাঁহাতি পেসারকে। যদিও অর্শদীপ নিজেকে নিয়ে সেভাবে ভাবছেন না, 'আমি শুধু খেলাটাই উপভোগ করছি। আমি জানি না কীভাবে গত দুই বছর কেটে গেল। গত দুই বছরের মতোই সময়টা আমি উপভোগ করে যেতে চাই, উত্থান-পতন—যা-ই আসুক।'

ইরানি ট্রফির নায়ক সরফরাজ নেই রঞ্জিতে

আপনজন ডেস্ক: সদ্য ইরানি ট্রফি জিতেছে মুম্বই। আর মুম্বইয়ের সেই ইরানি ট্রফি জয়ের অন্যতম নায়ক তিনিই। ২৬ বছর পর তাঁর ব্যাটে ভর করেই ইরানি এসেছে মুম্বইয়ের ঘরে। চোখ ধাঁধানো ব্যাটিংয়ে কার্যত, নজর কাড়েন সবার এবং করেন গুরুত্বপূর্ণ ২২২ রান। আর এবার সামনে রয়েছে রঞ্জি ট্রফি। কিন্তু খুব অদ্ভুতভাবেই মুম্বইয়ের স্কোয়াডে নেই সরফরাজ খান।

আগামী ১১ অক্টোবর মুম্বইয়ের প্রথম ম্যাচ বরোদার বিরুদ্ধে। আর তারপরের ম্যাচটি রয়েছে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে। দুটি ম্যাচের জন্য যে দল ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে সুযোগই পাননি সরফরাজ। ফলে, ক্রিকেটমহলের ধারণা, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে ডাক পেতে পারেন তিনি।

কারণ, আগামী ১৬ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম টেস্ট। তার আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্কোয়াডে ছিলেন। কিন্তু প্রথম একাদশে ছিলেন না সরফরাজ। এমনকি, ইরানি ট্রফির জন্যও তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। মুম্বইয়ের দলে রয়েছেন অজিঙ্ক রাহানে এবং শ্রেয়স আইয়ার। যদি সরফরাজকে জাতীয় দলের জন্য ধরে রাখা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রেয়স এবং রাহানে দলে সুযোগ পাবেন না। রাহানে অবশ্য অনেকদিন ধরেই জাতীয় দলে নেই। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের দলে নেই সরফরাজের ভাই মুশির খানও। ইদানিং দুরন্ত ফর্মে ছিলেন তিনি। কিন্তু গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ছিটকে গিয়েছেন আপাতত। যদিও মুম্বইয়ের ইরানি জয়ের সেলিব্রেশনে দাদার সঙ্গে শামিল হলেন মুশিরও। ট্রফি নিয়ে একসঙ্গে ছবিও তোলেন তারা।

গরমে ক্লান্ত একাদশের ক্রিকেটার, বাধ্য হয়েই কোচ থেকে ফিল্ডার ডুমিনি

আপনজন ডেস্ক: ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন জেপি ডুমিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার বর্তমানে দলের ব্যাটিং কোচ। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দলের সঙ্গে গিয়ে সেই ডুমিনি ক্ষণিকের জন্য কোচ থেকে হয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেটার! বাধ্য হয়েই ফিল্ডিং করতে নামতে হয়েছিল তাঁকে।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল আয়ারল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে প্রচণ্ড গরমে কাহিল দশা হয়েছিল প্রোটিয়া ক্রিকেটারদের। আয়ারল্যান্ডের ইনিংসের এক পর্যায়ে তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চড়েছিল। স্কোয়াডে বিকল্প ফিল্ডার না থাকায় শেষদিকে তাই বদলি ফিল্ডার হিসেবে মাঠে নামেন কোচ ডুমিনি। ফিল্ডিং করতে নেমে মাঠে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেননি চল্লিশোর্ধ্ব ডুমিনি। দুর্দান্ত এক ডাইভ দিয়ে বল ঠেকিয়ে দলের রানও বাঁচিয়েছেন। আইরিশ ইনিংসের শেষ ওভারে ডুমিনির সেই ডাইভ দেওয়ার ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। প্রশ্ন উঠতে পারে, ফিল্ডিংয়ের সময় একাদশের এক বা একাধিক খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এমনকি চতুর্দশ ফিল্ডারও নামানোর নিয়ম আছে। তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকা সেটা না করে কোচ ডুমিনিকে ফিল্ডিংয়ে নামাল কেন?

প্রোটিয়া ক্রিকেটের নিয়মিত খোঁজখবর রাখলে উত্তরটা জানার কথা। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার এই সিরিজের স্কোয়াড থেকে চোটের কারণে ছিটকে গেছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা, টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান টনি ডি জর্জি ও পেসার নান্দ্রে বার্গার। আর অলরাউন্ডার উইয়ান মুল্ডার ব্যক্তিগত কারণে দেশে ফিরে গেছেন। স্কোয়াডে শতভাগ ফিট ক্রিকেটার ছিলেন ১২ জন। দ্বাদশ ফিল্ডার হিসেবে ফিল্ডিং করতে নেমেছিলেন নাকাবা পিটার। কিন্তু একাদশের আরেকজন ক্রিকেটার তীব্র গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ডুমিনি ফিল্ডিংয়ে নামতে বাধ্য হন।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৪৬ টেস্টে ২১০৩, ১৯৯ ওয়ানডেতে ৫১১৭ ও ৮১ টি-টোয়েন্টিতে ১৯৩৪ রান করেছেন ডুমিনি। পাশাপাশি টেস্টে ৪২, ওয়ানডেতে ৬৯ আর টি-টোয়েন্টিতে ২১ উইকেট নিয়েছেন। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হ্যাটট্রিকও আছে তাঁর। ডুমিনির কোচ থেকে ফিল্ডার হওয়ার দিনটা ভালো কাটেনি দক্ষিণ আফ্রিকার। আয়ারল্যান্ডের কাছে শেষ ওয়ানডেতে ৬৯ রানে হেরে গেছে। তবে প্রথম দুই ওয়ানডে জেতায় সিরিজটা ২-১ ব্যবধানে নিজেদের করে নিয়েছে প্রোটিয়ারা। দলটির পরবর্তী সিরিজ বাংলাদেশে। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আওতাধীন দুটি টেস্ট খেলতে ১৬ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখার কথা টেম্বা বাভুমা-কেশব মহারাজ-কাগিসো রাবাদাদের।

দলের প্রয়োজনে কোচদের ফিল্ডিংয়ে নামার ঘটনা নতুন কিছু নয়। ইংল্যান্ডের কোচিং স্টাফের সদস্য পল কলিংউড বেশ কয়েকবার বদলি ফিল্ডার হিসেবে মাঠে নেমেছেন। গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে ধর্মশালা টেস্টে দুই সহকারী কোচ কলিংউড ও মার্কাস ট্রেথকোথিককে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ ফিল্ডার হিসেবে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিল ইংল্যান্ড।

গত মে মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ফিল্ডিং করেছিলেন দলের প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড, ফিল্ডিং কোচ অ্যান্ড্রে বোরোভেচ ও প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ক্যামেরন গ্রিন ও মার্কাস স্টয়নিস আইপিএলের প্লে অফ খেলে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজে দলের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু ক্লান্ত থাকায় তাঁদের বিশ্রামে রাখা হয়েছিল। ফলে অস্ট্রেলিয়ার দলে খেলোয়াড় ছিলেন ৯ জন। মজার ব্যাপার হলো, সেই ৯ জনকে নিয়েই নামিবিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটা ৭ উইকেট আর ৬০ বল বাকি রেখে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।

আদালতের রায়ের পর সিটির দাবি তারা জিতেছে, প্রিমিয়ার লিগও বলছে জয় তাদের

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার সিটি বলছে, তারা জিতেছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগও দাবি করছে, জয় হয়েছে তাদেরই। সোমবার যুক্তরাজ্যের আর্থিক আদালতে এক রায়ের পর বাদী-বিবাদী দুই পক্ষই নিজেদের বিজয়ী মনে করছে।

প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষের একটি আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিল ম্যান সিটি। মামলাটি অবশ্য সিটির আর্থিক নীতি ভঙ্গের ১১৫টি অভিযোগসংক্রান্ত নয়। টানা চারবারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন সিটি নালিশি আদালতের রায় শোনার পর 'স্বাগত' জানিয়েছে। সিটি বলছে, আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে, তারা যে আর্থিক নীতি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে, সেটি 'বেআইনি' এবং লিগ কর্তৃপক্ষ 'ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে'।

অন্যদিকে লিগ কর্তৃপক্ষের দাবি, আদালতের রায়ে এটিই প্রমাণিত হয়েছে যে অ্যাসোসিয়েটেড পার্টি ট্রানজেকশন (এপিটি) বিধিটি 'দরকারি' এবং 'ম্যানচেস্টার সিটির বেশির ভাগ আপত্তি খারিজ করা হয়েছে'। সিটি আদালতে গিয়েছিলে এপিটি নীতি নিয়ে। ক্লাবের মালিকদের ঘনিষ্ঠ কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিতে যেন বাজারমূল্যের ন্যায্যতা বজায় থাকে, সেটি নিশ্চিত করতেই করা হয় ওই নীতি। তবে এপিটির কারণে বাণিজ্যিক চুক্তি করার সময় কোম্পানিগুলো একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না দাবি করে মামলা করে সিটি।

সোমবার আদালত এ নিয়ে রায় দেওয়ার পর সিটি নিজেদের বিজয়ী দাবি করে বিবৃতি দেয়। সেখানে তারা বলে, ক্লাব নিজেদের দাবিতে সফল হয়েছে। আদালতের কাছে এপিটি বিধিকে বেআইনি মনে হয়েছে। আর দুটি স্পনসরশিপ চুক্তি নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে। কেন নিজেদের বিজয়ী দাবি করছে, সেটির ব্যাখ্যায় প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এ রকম, 'আদালত এপিটি সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তার পক্ষেই রায় দিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির বেশির ভাগ আপত্তি খারিজ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া আদালত এটাও বলেছেন যে লিগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর রাখতে আইনটি প্রয়োজন।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**